প্রকাশক—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার
বাণী সাহিত্য মন্দির
১৯৯ সি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার
শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
সুধন্বা প্রেস
৫৭নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কানাডার আদিম অধিবাসী একজন সর্দ্দার।

কানাডা।

প্রথম অধ্যায়

—ঃ()ঃ—

যে যুগে ভারতবর্ষের ধনরত্ন মণিমাণিক্যের কথা ইউরোপের দেশে দেশে উপকথার ন্যায় প্রচারিত হইয়াছিল—সেই আদিমকাল হইতে ইউরোপবাসী ভারতে আগমন করিবার জলপথ আবিষ্কার করিতে কতই না চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কার্য্য করিতে যে কত অর্থ, কত প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে—তাহার কোনও হিসাব কেহ রাখে নাই। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে ইউরোপ তথা জগৎবাসী যে অপূর্ব্ব রত্নখনির সন্ধান পাইয়াছেন—আশার অতীত, ধারণার অতীত--যে অনাবিষ্কৃত আমেরিকা তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহা ভারতের আগমনের জলপথ আবিষ্কারের চেয়ে বেশী লাভজনক। ভারত লাভ করিয়া ইংরেজ জাতি ধনী হইয়াছে কিন্তু আমেরিকার অন্তরে ইউরোপের সর্ব্বজাতি স্থান পাইয়াছে।

প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ফিনীসিয়ানেরা ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়া ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ

আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। কিন্তু ফিনীসীয় গভর্ণমেণ্ট তাহা ভাল বোধ করিলেন না—তাহারা আদেশ করিলেন যে, যে ব্যক্তি দেশ আবিষ্কারে বাহির হইবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।—ভারত আবিষ্কার কিছুদিনের জন্য ঐখানেই শেষ হইল। নয় শত বৎসর পূর্ব্বে আইসল্যাণ্ড বাসীরা আবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের প্রচেষ্টায় গ্রীণলণ্ড, ভিনলণ্ড প্রভৃতি বরফাবৃত স্থানসমূহ লোক-লোচনভূত হইতে লাগিল। এসকুইমোদের সহিত কিছুদিন ব্যবসা বাণিজ্যও চলিয়াছিল। অবশেষে শীতাধিক্য দেখিয়া সকলের উৎসাহ কমিয়া গেল।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মেরেডিথ নামে এক রাজ-কবি ছিলেন। তাঁহার এক পুস্তকে পাওয়া যায়, যে প্রিন্স ম্যাডক গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া ওয়েলস নামক তার সহচরের সহিত আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন।... এই বিবরণের তেমন ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নাই।

আজ হাজার হাজার মাইল সমুদ্রের ভিতর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে কলের জাহাজ চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু সেই ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে না ছিল—ষ্টীম, না ছিল দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্র। তখনকার দিনে লোকেরা তারা ও সূর্য্যের দিকে চাহিয়া—বাতাসের গতি অবধারণ করিয়া জাহাজ চালাইত।

একটু মেঘ উঠিল কি বাতাস এলোমেলো হইল—অমনি সর্ব্বনাশ—দিকভ্রম। অবশেষে দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্রের (Compass) আবিষ্কার হইয়া গেল—চুম্বকের প্রসাদে জাহাজের নাবিকদের অতি বড় দুঃখ দূর হইল। এইবার পুনরায় ভারত অন্বেষণের চেষ্টা চারিদিক হইতে চলিতে লাগিল। ফিনীসীয়দের আবিষ্কারের কথা কাহারও মনে ছিল না—স্পানিয়ার্ডরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেইখানে আবার ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইল— কিন্তু ভারতের পথ অনাবিষ্কৃত রহিল। সেই সময়ে বার্থেলমাউ নামে এক ব্যক্তি (Cape of Good Hope) উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আসিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন।

অবশেষে ক্রিষ্টোফার কলম্বস ১৪৯৩ সালে আগষ্ট মাসে স্পেনের রাণী ইসাবেলের অর্থসাহায্য লইয়া ভারত ভ্রমণে বাহির হইলেন। কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই—কোন ম্যাপ (মানচিত্র) নাই—কলম্বস সেই অগাধ নীল সাগর পাড়ি দিয়া চলিয়াছেন...অবশেষে প্রায় তিন মাসের নৈরাশ্য ও ভীতির মধ্যে আমেরিকার উপকূলে উপনীত হইলেন। ফিরিবার সময় কলম্বস রাণী ইসাবেলের জন্য সুন্দর সুন্দর পালক (fur) ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া ইংলণ্ডের রাজা

সপ্তম হেনরী জনক্যাবটকে প্রেরণ করিলেন। জনক্যাবট গ্যাব্রওর আবিষ্কার করিলেন—অবশেষে (নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড) ও ভার্জ্জিনিয়া ক্যাবটের পুত্র বাহির করিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই নানাদিক হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফ্লোরিডা সেণ্ট লরেন্স প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া গেল। সেণ্ট লরেন্স আবিষ্কার করিয়াছিলেন গ্যাসলার করটারেল। তিনি প্রথমবার দেশে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নূতন স্থানের অন্বেষণে বাহির হইলেন—কিন্তু তারপরে তাঁহার খবর আর কেহ পায় নাই। এইরূপে বহু বীর অজ্ঞাত দেশে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

১৫২৩ সালে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস গায়োভানি নামে একজন ফরাসীকে অর্থ, জাহাজও সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়া আমেরিকার দিকে প্রেরণ করিলেন। গায়োভানির প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হইল—অসীম সমুদ্রে কিছুদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন—তিনি পুনরায় গায়োভানিকে উৎসাহ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। এই বারে গায়োভানি আমেরিকার প্রধান ভূখণ্ডে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রতীরে প্রায় ২০০০ হাজার মাইল স্থান পরিভ্রমণ করেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে

যুক্তরাজ্য ও কানাডার উপকূলভূমি প্রতিষ্ঠিত—গায়োভানিই সর্ব্ব প্রথমে সেই সমস্ত স্থানে পদার্পণ করিলেন। যখন বহুদিন বিদেশে বাস করিয়া গায়োভানি এই উর্ব্বর মনোহর দেশের বার্ত্তা স্বদেশে প্রচারিত করিলেন—তখন সকলেই বড় আনন্দিত হইল। কিন্তু মানুষের মন—সে শুধু নগদ লাভ চাহে, তাই, সকলে যখন দেখিল যে গায়োভানি দুদশটা সোণার খনি হীরার খনির সন্ধান বলিতে পারিল না—দেশের আর্থিক অবস্থার কথা শুনাইয়া সুখী করিতে পারিল না, তখন পূর্ব্বের উৎসাহ অনেকটা কমিয়া গেল। কিন্তু গায়োভানি তাহাতে দমিয়া গেলেন না,—তিনি তৃতীয়বার আমেরিকায় ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন করিতে মনোনিবেশ করিলেন। রাজ-ভাণ্ডার তাহার এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই মুক্ত—তাই, উপযুক্ত অর্থ ও আমেরিকায় বসবাস করিতে অভিলাষী প্রায় শতাধিক ফরাসী সঙ্গে করিয়া তিনি পুনরায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেই যে গেলেন—আর ফিরিলেন না—কেহ আর তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীবর্গের সংবাদও ফরাসী-দেশে লইয়া আসিল না। তাঁহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিল—তাহা এক ভগবানই জানেন।

এই সময়ে উত্তর আমেরিকার নাম কানাডা হইয়া

গিয়াছিল। ১৫২৫ সালে ষ্টেপানো গোমেজ নামে একজন স্পানিয়ার্ড ভারতে আগমন করিতে যাত্রা করেন, যখন তীরে অবতীর্ণ হইলেন—দেখিলেন, এত ভারতবর্ষ নয়—এটা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড। তাঁহার ধারণা ছিল—নিশ্চয়ই নিকটে ভারতবর্ষের সেই অভূতপূর্ব্ব রত্নকাঞ্চন দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কোথায় আমেরিকার একটি দ্বীপ—আর কোথায় ভারত। তাই স্পানিয়ার্ডদের মুখে সদা সর্ব্বদা 'আকানাডা' এই কথা লাগিয়া রহিত। ইহার অর্থ—হেথায় কিছু নাই, কিছু নাই। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা স্পেনীয়দিগের নিকট হইতে শুনিয়া ইহা মনে করিয়া রাখিত—আর নূতন কোনও ইউরোপীয় সেই দেশে গমন করিলে—তাহাদের সম্মুখে আকানাডা আকানাডা বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিত। ইউরোপীয়েরাও ভাবিতেন—হয়ত দেশের নামই এই। সেই হইতে সেই নবাবিষ্কৃত অপূর্ব্ব দেশের নাম হইল—কানাডা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

—ঃ()ঃ—

নবীন মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনের চাকচিক্যময় কল্পনা এক ফরাসী ও স্পেনের ন্যায় ইউরোপের আর কোন জাতি ততটা করে নাই। তবে ফ্রান্স শুধু কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই,—ইহার জন্য বহু অর্থব্যয়, বহু লোকক্ষয় করিতে ফরাসীরাজ কখনো কুণ্ঠিত হন নাই। তাই যখন, ১৫৩৩ সালে এড্মিরাল ফিলিপ রাজাকে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করিলেন —তখন রাজা অনতিবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন, যে, স্পানিয়ার্ডরা কানাডায় গমন করিয়া সেখান হইতে আদিম অধিবাসী-দিগকে ধরিয়া আনিয়া স্পেনে দাসব্যবসায় চালাইয়া প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। উপরন্তু স্পেনের ব্যবসায়ীরা কানাডার পালক অতি সস্তা দরে আনিয়া ইউরোপের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই সব বৃত্তান্ত

জানিতে পারিয়া জ্যাকস কার্টিয়ার নামে এক ব্যক্তি রাজার নিকটে কানাডা গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা অনুমতি ত দিলেনই—'অপিচ, কার্টিয়ারকে নানা ভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে কার্টিয়ার ১৫৩৪ সালে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। তিনি ২০ দিনে সেখানে পৌঁছিলেন। সেস্থান হইতে তিনি লরেন্স নদীর মোহানা দিয়া আমেরিকার ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। এইস্থানে আদিম অধিবাসীদিগের সহিত কিছুদিন জিনিষ পত্রের আদান প্রদান করিয়া দেশে ফিরিলেন। আসিবার সময় দুই জন রেডইণ্ডিয়ানকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া আসিলেন। যেস্থানে তিনি বাস করিতেন তাহার নিকটে প্রায় ৩০ ফিট উচ্চ একটি বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ফরাসীজাতির পতাকা প্রোথিত করেন। ফরাসীরাজকে উপহার দিবার নিমিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে পালক সংগ্রহ করিয়া কার্টিয়ার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কার্টিয়ারের এবম্বিধ কার্য্যে ফরাসীরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, অবশেষে তিনি পুনরায় কার্টিয়ারকে কানাডায় প্রেরণ করিলেন। রোবারবিয়েল নামে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি কার্টিয়ারকে এই অভিযানের জন্য যথেষ্ট সাহায্য

করিতে লাগিলেন—এবং আমেরিকায় গমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। রোবারবিয়েলএর প্রভুত অর্থ ছিল—তাই কার্টিয়ার শীঘ্রই সম্মত হইলেন। কিন্তু কার্য্যকালে যাত্রার সময়ে রোবার্বিয়েল অন্য অজুহাতে সরিয়া পড়িলেন এবং জানাইলেন, তোমরা অগ্রসর হও, আমি আমার জাহাজে যাইব। অগত্যা জ্যাকস কার্টিয়ার তিনখানা জাহাজ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যাত্রা করিলেন। কিন্তু সমুদ্রপথে ভীষণ ঝটিকায় জাহাজগুলি বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কার্টিয়ার অতিকষ্টে নানা বিপদ মাথায় করিয়া অনেক দিন পরে আমেরিকার উপকূলে অবতরণ করিলেন। কিন্তু আর কোনও জাহাজের খোঁজ নাই—জ্যাকস তাঁর নিজের জাহাজ ও রোবারবিয়েলএর জাহাজের অপেক্ষায় কিয়দ্দিন সেস্থানে থাকিয়া অবশেষে নিজ গন্তব্যপথে যাত্রা করিলেন; কিন্তু গন্তব্য পথ তাঁর একেবারে অপরিচিত—যে দেশে পৃথিবীর কোন সভ্যজাতি পদার্পণ করে নাই—কার্টিয়ার সেই সমস্ত স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। চারিদিক নির্জ্জন—লোকালয় হীন নদীর দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বনানী—তাহার পশ্চাতে অথবা কখনো নদীর তীরে তীরে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী গম্ভীর নিস্তব্ধতায় দাঁড়াইয়া আছে। দেশের এই অপূর্ব্ব

সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহাদের মনে সত্যই আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। অবশেষে কার্টিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের রাজধানী ষ্টাডাকোনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব যাত্রায় যে দুইজন রেডইণ্ডিয়ানকে তিনি ধরিয়া ফ্রান্সে লইয়া গিয়াছিলেন—তারাই এক্ষণে দোভাষীর কাজ করিতে লাগিল। রেডইণ্ডিয়ানদের দলপতি ডোনাকানা তাঁহার প্রজাবর্গকে লইয়া ফরাসীদিগকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন।—তাহাদের মধ্যে ইউরোপীয় ও দেশীয় দ্রব্যের আদান প্রদান করা হইল। অতঃপর জ্যাকস কার্টিয়ার দেশের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অনেকদূর জলপথে ভ্রমণ করিবার পর তিনি আর একটি আদিম রাজ্যে উপস্থিত হইলেন।—এই দেশের রাজধানীর নাম হোকেলাগা। হোকেলাগা তখনকার দিনে খুব সমৃদ্ধ নগর ছিল। সেখানকার রাজা খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন। আজ সেই নগরের চিহ্ন মাত্র নাই—তাহারই প্রান্তভাগে আজ ব্রিটিশ কানাডার রাজধানী সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জ্যাকস আর অধিক দেশের অভ্যন্তরে গমন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না। তথা হইতে পুনরায় ষ্টাডা-কোনায় উপনিত হইলেন। তখন শীতের প্রকোপ পড়িয়াছে। আমেরিকার সেই দুরন্ত শীতে কার্টিয়ারের

প্রায় ২৫ জন অনুচর ইহলীলা সম্বরণ করিল—আর অনেকে পীড়িত হইয়া পড়িল। সরলহৃদয় রেডইণ্ডিয়ানেরা দেশী গাছ গাছড়ার ঔষধ আনিয়া তাহাদের খাওয়াইয়া দেহ নিরাময় করিয়া দিল। কিন্তু কার্টিয়ার এই সুব্যবহারের প্রতিদান দিলেন শঠতা করিয়া। তিনি বুঝিতে পারিলেন —এ দেশে আর অধিক দিন থাকিলে ধ্বংশ অনিবার্য্য—তাই তিনি প্রস্থানের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। যাইবার সময় ফরাসীরাজকে উপহার দিবার নিমিত্ত ষ্টাডাকোনার দলপতি ডোনাকানাকে ও তাহার আরও চারিজন প্রজাকে কৌশলে নিজের জাহাজে বন্দী করিয়া স্বদেশ অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। তাহারা হয়ত ভাবিতেন—অসভ্য জাতি ত পশু পক্ষী বিশেষ—খাঁচায় পূরিয়া লইয়া গেলেই হইল।

এই অভিযানের কয়েক বৎসর পরে জ্যাকস কার্টিয়ার ১৫৪১ সালে পুনরায় কানাডায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্টিয়ারের অন্যায় আচরণ আমেরিকানরা কখনও ভুলে নাই—তাই কার্টিয়ার এবার তাহাদিগের নিকট হইতে ভিন্ন ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে যখনই কোন বিদেশী আমেরিকায় গিয়াছেন—রেডইণ্ডিয়ানরা মাছ, পালক প্রভৃতি নানা দ্রব্য লইয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছে।

সরল হৃদয় আমেরিকানরা শ্বেতকায় জাতির বিপদে রোগে নানা দুঃসময়ে তাহাদের সাহায্য করিয়াছে আর তার প্রতিদান হইল তাহারা ইউরোপের বাজারে দাসভাবে বিক্রীত হইতে লাগিল। তাই, এবার কার্টিয়ার দেখিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে আমেরিকানরা গোপনে কি যেন ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সময়ে তিনি সেণ্টলরেন্স নদী বাহিয়া একবারে কুইবেক পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন যে, বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে— তখন একখানি জাহাজ তিনি ফ্রান্সে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। এদিকে ষ্টাডাকোনা ও হোকালাগার সমস্ত রেড্ইণ্ডিয়ানরা একত্রিত হইয়া কার্টিয়ারকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রোবার্বিয়েল সৈন্যসামন্ত রসদ লইয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ের সমবেত চেষ্টায় রেড্ইণ্ডিয়ানরা পরাজিত হইয়া গেল। তাহারা পরাস্ত হইল বটে, কিন্তু সময়ে অসময়ে ফরাসীদের অনিষ্ট করিতে কসুর করিত না।

এই সময়ে কার্ডিনাণ্ড-ডি-সোটো নামে একজন স্পানিয়ার্ড মিসিসিপি নদী বাহির করিয়া ফেলেন এবং সেই বৃহৎনদীর পার্শ্ববর্ত্তী বহুস্থানে পরিভ্রমণ করেন। কোনের

একজন নামজাদা এডমিরাল—এইস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি স্পেনের রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। অবশেষে ১৫৬২ সালে জিন-ডি-রিচাট সেণ্ট মেরী নদীর তীরে ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। এই সময় ফরাসী ঔপনিবেশিকেরা সেখানে ঘটনাক্রমে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়েন। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে আমেরিকায় ফরাসীরাজত্ব একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু স্পেনীয়েরা বিপুল অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ করিয়া ফরাসীদিগকে সেণ্টমেরীর উপত্যকা হইতে বিতারিত করিয়া দিল।

তারপরে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল কালসাগরে নিঃশেষ হইয়া গেল,—এই পঞ্চাশ বৎসরে ইউরোপের জাতি-নিচয় আমেরিকাকে যেন স্মৃতিপট হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। নূতন দেশ আবিষ্কার করিবার উৎসাহ—নূতন উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষমতা, নবীন দেশ হইতে ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়া আনিবার ধৈর্য্য যেন কিছুদিনের জন্য ইউরোপবাসীর মন হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। কিন্তু ফ্রান্স ও স্পেনের সমুদ্র উপকূলে বহু মৎসজীবি বাস

করে। ইহারা মৎস্য ধরিবার অভিপ্রায়ে আটলান্টিক মহাসমুদ্রে সদাসর্ব্বদা বিচরণ করিত। কখনো কখনো ইহারা আমেরিকা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইত। সেস্থানে কিছুকাল বাস করিয়া কানাডার আদিম অধিবাসীদের সহিত মৎস্য ও পালকের আদান প্রদানের ব্যবসা করিয়া প্রভূত লাভবান হইয়া স্বদেশে আগমন করিত। ক্রমে উত্তরোত্তর লাভ করিতে করিতে তাহাদের ব্যবসায় স্পৃহাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। অবশেষে অনেক ফরাসী ও স্পানিস কানাডা ও নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ডের নানা স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিল। ১৫৯৮ সালে মার্কুইস রোবে ফরাসী-রাজের নিকট হইতে অনুমতি পাইয়া সেব্‌ল দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ফ্রান্সের জেলখানার বহুসংখ্যক কয়েদী ছিল। তিনি উহাদিগকে লইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন—কিন্তু শীতাধিক্য ও খাবারের কষ্ট দেখিতে পাইয়া তিনি তার সর্ব্ব উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেন,—নিঃসম্বল কয়েদীদের সেইস্থানে রাখিয়া তিনি স্বদেশে চলিয়া গেলেন। সাত বৎসর পরে ফ্রান্সের রাজার এই হতভাগ্যদের কথা মনে পড়িল। তিনি জাহাজে করিয়া খাদ্যদ্রব্যসহ লোক পাঠাইয়া দিলেন।

শীতে অনাহারে প্রায় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল—মাত্র ১০।১২ জন অতি দুরবস্থায় সেইস্থানে মৃত্যুর দিন গণনা করিতেছিল,—এমন সময় রাজ অনুগ্রহে তাহারা স্বদেশে ফিরিতে পারিল। ফরাসীরাজ কিছুদিনের জন্য নবীন মহাদেশে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি দমন করে কার সাধ্য! অনেক লুকাইয়া কানাডায় গমন করিয়া পালকের কারবার করিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। পণ্টগ্রেভ তাহাদের মধ্যে একজন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি কানাডায় যাতায়াত করিয়াছেন। প্রভূত অর্থ তাঁর। অবশেষে তিনি কোনও রকমে রাজ অনুমতি পাইয়া সেভিন নামক আর একটি ভদ্রলোকের সহিত সেণ্টম্যালো হইতে কানাডায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেভিন মারা গেলেন। তখন মঁসিয়ে চ্যম্পলেন হইলেন পণ্টগ্রেভের সঙ্গী। ১৬০৩ সালে পণ্টগ্রেভ সেণ্ট লরেন্স নদী বাহিয়া বহু বৎসর পূর্ব্বের কার্টিয়ারের ন্যায় হোকেলাগায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তখন হোকেলাগার পতন আরম্ভ হইয়াছে—ষ্টাডোকানারও আর চিহ্নও নাই। এমন সময়ে পণ্টগ্রেভের টাকা পয়সার অভাব পড়িয়া গেল। তিনি বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিলেন।

তৎপরবর্ত্তী বৎসরে চ্যাম্পলেন পুনরায় খান কয়েক জাহাজ লইয়া কানাডার দিকে চলিলেন। এবার তিনি স্থির করিলেন যে, যেমন করিয়াই হৌক, কানাডায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেণ্ট মেরি নামক নদীর উভয় তীরে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন। স্বদেশে ফ্রান্সে যাহাদের স্থান হইত না— আইনের অমান্য করিয়া, চৌর্য্য ও ডাকাতি করিয়া যাহারা রাজাবেশে নির্ব্বাসিত হইত—তাহারাই অগত্যা মাথা লুকাইবার স্থান না পাইয়া আমেরিকার লোকালয়হীন প্রান্তরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাই কিছুদিনের জন্য আমেরিকায় উপনিবেশিকদের মধ্যে চরিত্রবান সাধুলোকের অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত লইয়াছিল। কিন্তু মানুষের যখন প্রকৃতই আহার আচ্ছাদনের অভাব হয় যখন প্রাকৃতিক শীত গ্রীষ্মের প্রকোপ হইতে দেহ রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় এবং অসাধু প্রকৃতই ইন্ধন যখন কমিয়া আসে—তখন মানুষ স্বভাবতঃই মানুষ হইতে চাহে। তাই, আমেরিকার গৃহহীন, খাদ্যহীন, লোকালয়-হীন অরণ্যে প্রান্তরে দুরন্ত শীত হইতে নিজকে বাচাইবার জন্য ফরাসী উপনিবেশিকেরা অশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিয়া গেল। তাহাদের সম্বল ত কিছুই নাই—শুধু
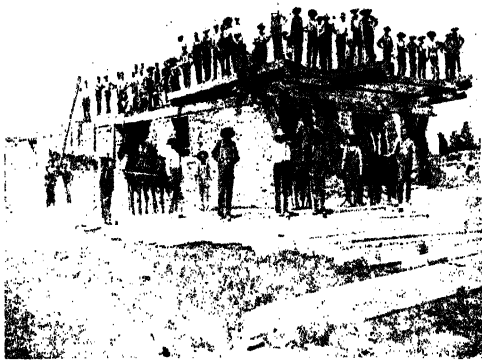
কানাডার কোন প্রথম ঔপনিবেশিক যখন প্রথম কোন স্থানে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করিত তখন আশেপাশের ঔপনিবেশিকেরা একত্রিত হইয়া তাহাকে ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিতেন। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিবেসীকে সাহায্য করা তাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ একটি প্রথম ঔপনিবেশিকের গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক প্রতিবাসীরা একত্রিত হইয়া আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন। কানাডা।

হাতে পায়ে তাহারা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাই, ঘর তৈরী করা, তাহাদের জন্য শস্য উৎপাদন করা, শত্রুর হস্ত হইতে দ্রব্য সামগ্রী রক্ষা করা—এ সমস্ত ব্যবস্থাই তাহাদের নিজেদের নূতন করিয়া করিতে হইল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ—দুরন্ত শীত ও অস্বাস্থ্যকর আহার এবং অপরিসীম পরিশ্রম—এই সমস্ত কারণে দুরারোগ্য স্কার্ভি নামক ব্যাধি আসিয়া তাহাদিগকে কবলিত করিল। কেহ মরিল, কেহ বা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেল। কিন্তু চ্যাম্পলেন প্রভৃতি নেতারা তাহাতে দমিয়া গেলেন না। অনেক আশা প্রতিক্ষার পর ফ্রান্স হইতে জাহাজে করিয়া লোকজন ও খাদ্য সামগ্রী আসিয়া পড়িল। ঔপনিবেশিকদের মনে দ্বিগুণ উৎসাহ আসিল। কিন্তু ব্যাধির প্রকোপ বড় ভীষণ। তাই, অবশেষে সেণ্টমেরি নদীর তীরভূমি পরিত্যাগ করিয়া উপনিবেশিকেরা পোর্টরয়াল নামক স্থানে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

এই স্থানে আসিয়া ফরাসীরা নবীন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ফাদার বায়ার্ড নামে একজন ফরাসী পাদ্রী আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের সহিত মিশিয়া তাহাদের ভাষা শিখিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

তাহাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার করিতে বিরত রহিলেন না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু আমেরিকান খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গেল। তাহাদের নামের তালিকা ফ্রান্স রাজার নিকট প্রেরণ করা হইল। রাজা খুসী হইয়া বহু অর্থ সাহায্য করিয়া নূতন লোকজন পাঠাইয়া দিলেন।

নূতন নূতন স্থানের আবিষ্কারের চেষ্টা পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল। চ্যাম্পলেন, পণ্টিনফোর্ট, লেসকারবট প্রভৃতি বড় বড় নেতারা চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা বিপদের সম্মুখীন হইয়াও নিজেদের কার্য্য হইতে বিরত হইলেন না। কতবার তাহারা অকৃতকার্য্য হইলেন, কতবার মৃত্যুর মুখ হইতে বাঁচিয়া আসিলেন—কিছুই তাহাদিগকে তাহাদের উদ্দেশ্য হইতে নড়াইতে সমর্থ হইল না। আমরা ভারতীয়েরা পাশ্চাত্যদেশের অন্ধ অনুকরণ করি, কিন্তু তাহাদের এই অধ্যবসায়, এই সাহস, এই অপূর্ব্ব উদ্যম ত' কাহাকেও অনুকরণ করিতে দেখিনা। [illegible] ফরাসীদেশের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও আইনবিদ ছিলেন। তিনি কানাডায় আগমন করিয়া নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিয়া, নিজের হাতে যত্ন করিয়া গম, বার্লি প্রভৃতি শস্যের উৎপাদন করিতে

লাগিলেন। ইতিমধ্যে খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া আসিল—চ্যাম্পলেন ফরাসী দেশে গমন করিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিলেন। একটা নূতন কাজ—তা' সে ভালই হোক আর মন্দই হোক—সে কাজ করিতে হইলে বাহির হইতে অনেক বিপদ অনেক বাধা আসিয়া পড়ে। চ্যাম্পলেন, পণ্টিনফোর্ট লেসকারবট প্রভৃতির এই চেষ্টায় অনেকের কপালে টনক নড়িল। তাহারা দেশে বসিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে রাজার কাণে বিষ ঢালিতে লাগিল। প্রথমে ফরাসীরাজ ইহাতে কাণ দেন নাই—অবশেষে তিনি পণ্টিনফোর্টের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। অগত্যা পণ্টিনফোর্ট তার সাধের কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিলেন—আমেরিকায় তার কাজ শেষ করিবার জন্য তার পুত্র বায়ানফোর্টকে রাখিয়া গেলেন। বায়ানফোর্ট পিতার উপযুক্ত পুত্র। তিনি অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়েয় মধ্যে বহু আমেরিকান খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গেল। রাজার কাণে এই খবর গেল—তিনি বায়ানফোর্টকে ফ্রান্সের উপনিবেশিক রাজ্যের সহকারী সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। ফরাসীদিগের এইরূপ উৎসাহ দর্শনে ইউরোপের অন্যান্য

জাতির মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের স্পৃহা জাগরিত হইয়া উঠিল। তাই, ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের তিনচারিটি স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত করিয়া ফেলিল। ইংরেজেরাও ভার্জ্জিনিয়ায় আড্ডা স্থাপন করিল। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলে ইংরেজ-মৎসাজীবিরা ক্রমাগত ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্যবসা করিতে লাগিল। জনগাই, কাপ্তেন রিচার্ড, হেনরী হাডসন প্রভৃতি ইংরেজরা অতি উৎসাহে এই নূতন কাজে ব্রতী হইয়া গেলেন।

নূতন দেশ আবিষ্কার কার্য্যেও ইংরেজেরা কম কৃতিত্ব দেখায় নাই। হেনরী হাডসন হাডসেন উপসাগর (Hudson Bay) আবিষ্কার করিলেন। হাডসন সর্ব্বপ্রথমে ওলন্দাজদিগের জাহাজে নাবিকের কার্য্য করিতেন। ওলন্দাজরা যখন নিউ নেদারল্যাণ্ড (বর্ত্তমান নিউইয়র্ক) নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে তখন হাডসন যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ওলন্দাজদিগের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজদের জাহাজে কাপ্তেনের পদ গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন স্থান আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম আমেরিকার পশ্চিম দিক দিয়া সমুদ্রপথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নাবিকেরা তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল।

তাহাতে কিছু হইল না, হাডসন নিজ উদ্দেশ্য হইতে একটুও বিচলিত হইলেন না। নাবিকেরা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিল তাহাতেও কিছু হইল না। অবশেষে হাডসন তাহার পুত্র ও তাহার দুই জন বিশ্বস্ত অনুচরকে বিভিন্ন নৌকায় তুলিয়া দিয়া সেই অসীম সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। হাডসনের পুত্র ও অনুচরদ্বয় অনেক বিপদ অতিক্রম করিয়া অনেক দিন পরে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইল। কিন্তু হাডসনের আর কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না তিনি যে সমুদ্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন—সেই সমুদ্রেই প্রাণ হারাইলেন। ইংলণ্ডের রাজা নাবিকদিগকে কঠোর শাস্তি দিলেন—কিন্তু হাডসন মরিয়া অমর হইয়া রহিলেন।

বিখ্যাত ফরাসী মহিলা মাদাম গিয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে ও অর্থ সাহায্যে সেণ্ট সর্ভেয়ার নামক স্থানে ফরাসীদিগের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরেজ অধিকৃত [illegible] প্রদেশের শাসনকর্ত্তা স্যামুয়েল আর্গল ফরাসীদিগের এই উপনিবেশটি অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেন। ফরাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের জিনিষপত্রে জাহাজ বোঝাই করিয়া নিজের ঘরে ফিরিলেন। এই সময়ে ইংরেজদিগের মনে এই ধারণা

বদ্ধমূল হইয়াছিল যে আমেরিকার অধিকার ন্যায়ত ইংরেজের, কারণ ইংলণ্ডবাসী জনক্যাবট আমেরিকা আবিষ্কার ও প্রথম উপনিবেশ স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। অন্যপক্ষে ফরাসীরাও জানে যে ফ্রান্সের সন্তানেরা প্রথম হইতেই কানাডায় আমেরিকায় ব্যবসা বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আসিতেছে—ফ্রান্সের রাজা এই উদ্দেশ্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন—সুতরাং ইহাতে ফ্রান্সের অধিকার বর্ত্তিবে না কেন ? উভয় জাতির এই সাম্রাজ্যস্পৃহা ক্রমে তুষানল হইতে দাবানলে পরিণত হইয়া উঠিল।... স্যামুয়েল আর্গল রোষবশে ফ্রান্সের পোর্টরয়েল আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

—ঃ০ঃ—

ফরাসীরা এই অপমান নীরবে সহ্য করিল—কারণ তখন তাহাদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ পাকাইয়া উঠিয়াছে। কানাডায় উপনিবেশ স্থাপনের আরও ব্যায়ের ভার এই সময়ে কতকগুলি ধনী বণিকের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা ফ্রান্সে বসিয়া পরামর্শ করিয়া আদেশ পাঠাইতেন—সেই আদেশ অনুসারে কার্য্য চলিত। তাঁহাদের কানাডায় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য করা, বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা। কিন্তু কানাডায় যাহাদের উপর নেতৃত্বের ভার ছিল—তাহারা বাণিজ্যের দিকে ততটা মনোযোগী ছিলেন না। আদিম অধিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে তাহাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে তাঁহারা সমধিক উৎসুক ছিলেন। তার উপরে—যখন ইংরেজ ঔপনিবেশিকেরা ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া ফরাসীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল—তখন চ্যাম্পলেন পণ্টিসফোর্ট প্রভৃতি বড়ই বিপদে পড়িলেন। এ দিকে

ফ্রান্স হইতে সাহায্য আসা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—যাহাও আসে—নিয়মিতভাবে আসে না।

এই সমস্ত গোলমালের মধ্যে চ্যাম্পলেন কুইবেক নগরের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বে যে স্থলে আদিম অধিবাসীদিগের রাজধানী ষ্ট্যাডাকোনা অবস্থিত ছিল—কুইবেক তাহারই অনতিদূরে স্থাপিত হইল। চ্যাম্পলেন স্থির করিলেন যে, যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা কানাডায় আসিয়া চুপে চুপে পশম ও পালকের ব্যবসা করিয়া যায়—তাহাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া উপনিবেশ স্থাপনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও বিধাতা বাদ সাধিলেন। বণিকেরা চ্যাম্পলেনের এই অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাহার বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় চাম্পলেন এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করিল।

এই সময়ে আমেরিকানদের মধ্যে গৃহবিবাদ সূচিত হইয়া উঠিল। হোকেলোগা নামক স্থানে হুরণদের বাস—তাহারা এলগোকুইনদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ইরোকুইসদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইরোকুইসরা
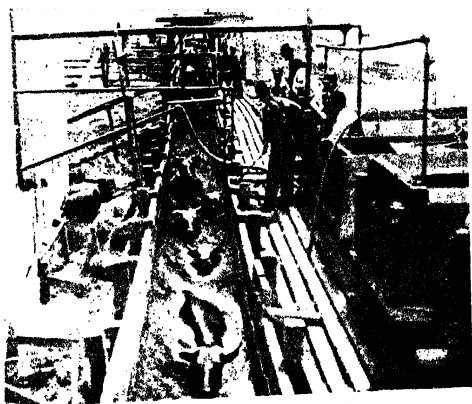
আমাদের দেশের শাস্ত্রে গাভীকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিবার বিধি আছে; কিন্তু তথাপি তাহাদের আমরা কিইবা যত্ন করি। সেই তুলনায় কানাডাবাসীরা গো-খাদক হইয়াও গাভীর যেরূপ যত্ন করে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।

অনেকেই জানেন গাভীগণকে [illegible] না রাখিলে উহাদের গাত্রে এক প্রকার চর্ম্ম রোগ হয়। উহার প্রতিকারার্থ কানাডার গাভীগণকে এক বিশোধক-ঔষধপূর্ণ জলপাত্রের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে—এবং দূরে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি ব্রাসের সাহায্যে উহাদের গাত্র ধৌত করিয়া দিতেছে। কানাডা।

পরাক্রান্ত জাতি—কুইবেক নগরের কিছু দূরেই তাহাদের রাজ্য। হুরণরা ক্রমাগত ইরোকুইসদের নিকটে পরাজিত হইয়া অবশেষে ফরাসীদের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিল। চ্যাম্পলেন এই সুবর্ণ সুযোগ হারাইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এখন যদি তিনি নিরপেক্ষ থাকেন—তবে হয়ত কোনকালে আমেরিকানরা একত্রীভূত হইয়া ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। তাই, যাহাতে তাহাদের ভিতরে গৃহ-বিবাদ বলবতী থাকে তাহাই আকাঙ্ক্ষানীয়। চ্যাম্পলেন হুরণদের পক্ষ লইয়া ইরোকুইসদের আক্রমণ করিলেন—তাহারা বন্দুকের গুলি খাইয়া হারিয়া গেল—কিন্তু তাহাদের প্রতিহিংসা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়া গেল।

এই সময়ে চ্যাম্পলেনকে অপরিসীম পরিশ্রম করিতে হইত। পালক ব্যবসায়ীরা অতঃপর দলবাধিয়া ফরাসী-রাজ্যে উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া ফিরিতে লাগিল। প্রতিহিংসা পরায়ণ ইরোকুইসরা সদাসর্ব্বদা ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু চ্যাম্পলেন কিছুতেই ভয় পাইলেন না—তিনি এক হাতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—আর এক হাতে আমেরিকার গভীরতম প্রদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে ব্যাপৃত রহিলেন। ইউরোপ

হইতে ধর্ম্মযাজক আনয়ন করিয়া তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

চ্যাম্পলেনের এই সমস্ত কাজ, এতটা বাড়াবাড়ি ফ্রান্সের কর্ত্তাদের ভাল বোধ হইল না। তাহারা চ্যাম্পলেনকে নেতৃত্ব পদ হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহার জন্য এত চেষ্টা তিনি কিন্তু কিছুই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না,—উপরন্তু স্বদেশ হইতে স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া আসিয়া কানাডায় স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ী তৈয়ার করিলেন। এই সময়ে ইরোকুইসরা পুনরায় ফরাসী উপনিবেশ আক্রমণ করিল। এইবার ফরাসীর বন্ধু এলগোকুইয়া বিশ্বাসঘাকতা করিয়া ইরোকুইস-দের সহিত মিলিত হইল। চ্যাম্পলেন বড়ই দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে আমেরিকানরা ফরাসীদিগের নিকটে পরাস্ত হইয়া গেল।

শ্রান্ত—ক্লান্ত—দুর্ব্বহ পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য চ্যাম্পলেন অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার অনতিকাল পরে ভেণ্টাডোরের ডিউক বণিকসমিতির নিকট হইতে কানাডার অধিকার ক্রয় করিয়া লইলেন। তিনি আবার ব্যবসা বাণিজ্যের ধার ধারিতেন না, উপনিবেশ স্থাপনের দিকেও তার মন ছিল না—তার

উদ্দেশ্য ছিল—শুধু খৃষ্টধর্ম্মের প্রসার ও প্রচার। তিনি দলে দলে ধর্ম্মযাজক ফরাসী দেশ হইতে কানাডায় প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চারিদিকে অশান্তি ও গোলযোগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে ডিউকের অনুরোধে চ্যাম্পলেন পুনরায় কুইবেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আগমন করিলেন।

মাসাচুসেট প্রদেশ তখনও অনধিকৃত পড়িয়া ছিল। ইংলণ্ড হইতে বিতাড়িত ইংরেজেরা (Pilgrim Fathers) ক্ষুদ্র মে ফ্লাওয়ার (May flour) জাহাজে করিয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মাসাচুসেট প্রদেশে বসতি স্থাপন করিলেন। ইহারা ধর্ম্মহিসাবে পিউরিটান (Puritan) দলভুক্ত ছিলেন। পিউরিটানেরা খৃষ্টধর্ম্মের অন্তর্গত। দেশে ইহাদের মতানৈক্য হওয়ায় ইহারা দেশ পরিত্যাগ করিলেন। যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমশীলতার গুণে ফরাসী জাতি এতাবৎ কানাডায় প্রভুত্ব করিতেছিলেন ইংরেজ জাতির মধ্যেও সে গুণ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই মাসাচুসেটের ইংরেজেরা প্রধান হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ফরাসীদিগের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই উত্থান, অতি সামান্য অবস্থা হইতে বৃহৎ রাজ্যের অধিপতি হওয়াতে উভয় জাতিরই কৃতিত্ব রহিয়াছে—

কিন্তু ইংরেজের কৃতিত্ব সমধিক বেশী। প্রথমতঃ ইংরেজেরা কখনও রাজার নিকট হইতে সাহায্য পায় নাই—ফরাসীরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ফরাসী রাজের নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ইংরেজ যারা কানাডায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারা লোক চক্ষে হেয় হইয়া রহিয়াছে—পক্ষান্তরে ফরাসী ঔপনিবেশিকেরা দেশের লোকের নিকট হইতে পূজা পাইয়াছে।

এই সময়ে ফরাসী রাজদরবারে রিসোলিন নামে একজন ধনী ব্যক্তির অসীম ক্ষমতা ছিল। তিনি রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া ডিউকের নিকট হইতে কানাডার ভার গ্রহণ করিলেন। রিসেলিন বুঝিতে পারিলেন—কি পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করিয়া চ্যাম্পলেনের কানাডায় কাজ করিতে হয়। তাই, তিনি চ্যাম্পলেনকে প্রভূত অর্থ ও লোকজন পাঠাইয়া দিলেন। ফরাসী রাজের নিকট হইতে দুইখানি যুদ্ধজাহাজ লইয়া কানাডায় ব্যবহারার্থে দেওয়া হইল। চ্যাম্পলেন কানাডায় ফরাসী রাজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন—রাজা স্বয়ং তাহাকে সনন্দ দান করিলেন।

এই সময়ে ইউরোপে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে

যুদ্ধ সূচিত হইল। এডমিরাল কার্কের অধীনে প্রভূত যুদ্ধ জাহাজ ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পড়িল। কিন্তু ফ্রান্স যুদ্ধে এত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সহসা কানাডায় সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠাইতে পারিল না। এডমিরাল কার্ক আসিয়া কুইবেক অবরোধ করিয়া বসিলেন। যৎসামান্য সৈন্য ছিল, তাহা দিয়াই তিনি দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে এডমিরাল কার্ক অবরোধ উঠাইয়া প্রস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্স হইতে সাহায্য আসিতেছিল—কার্ক পথিমধ্যে সেই সমস্ত জাহাজ দখল করিয়া লইলেন। চ্যাম্পলেনের আশা ভরসা শেষ হইল। তার জাহাজ দখল করিয়া কার্ক পুনরায় চ্যাম্পলেনকে আক্রমণ করিলেন। নিরুপায় চ্যাম্পলেন আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু কার্ক তাহার সহিত যথেষ্ট সদয় ব্যবহার দেখাইলেন। এই সময়ে ইউরোপে শান্তি সংস্থাপিত হইল। কানাডা ও আকাডিয়া ইংরেজ ফরাসীকে ফিরাইয়া দিলেন। চ্যাম্পলেন কুইবেকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে এই কর্ম্মবীর দেহত্যাগ করিলেন।

স্কচবাসীরা এই সময়ে দেখিল যে, সবাই আমেরিকায় নিজেদের স্থান করিয়া লইতেছে, আর স্কটল্যাণ্ডই পিছনে

পড়িয়া রহিবে? স্কচবাসীরা উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন সার উইলিয়ম আলেকজান্দ্রা। তিনি অতিশয় পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে তিনি স্কটল্যাণ্ডের রাজার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া নোভা-স্কোতিয়াতে স্কচ উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। ফরাসীরা আকাডিয়া ও কানাডায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আধিপত্য করিতেছে—ইহা আর উইলিয়মের সহ্য হইল না। তিনি শুধু সুযোগ খুজিতে লাগিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে ফরাসীর সহিত ইংরেজের যখন যুদ্ধ বাঁধিল আর উইলিয়ম ব্যগ্রভাবে ইহার মধ্যে সুযোগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভগবানের কৃপায় সুযোগ আসিয়া জুটিল।

পোর্টরয়ালের শাসনকর্ত্তা ছিলেন ক্লড ও তাহার সহকারী পুত্র ডিলাটুর্স। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন স্যাম্যরল আর্সলের অধীনে ইংরেজরা পোর্টরয়ালের ধ্বংস সাধন করেন তখন ক্লড গৃহহারা হইয়া পুত্রকে লইয়া কেপসেবল নামক স্থানে নূতন বাসস্থান ও দুর্গনির্ম্মাণ করেন। ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধিল—অথচ দুর্গ রক্ষা করিতে হইবে, নহিলে যে কোন সময়ে ইংরেজ আসিয়া দুর্গ দখল করিয়া

ফেলিতে পারে। তাই ডিলাটুর্স তার পিতা ক্লড্‌ল ফ্রান্সে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। ক্লড অনেক চেষ্টা করিয়া জাহাজ ও সৈন্য লইয়া স্বদেশ হইতে ফিরিলেন। পথিমধ্যে ইংরেজ এডামিরাল কার্কের রণতরী তাহাকে আক্রমণ করিল। অনেক যুদ্ধের পর ক্লড আত্মসমর্পণ করিলেন। কার্ক তাঁহাকে ও তাহার জাহাজ লইয়া ইংলণ্ডে রাখিয়া আসিলেন। ক্লড কিছুদিন ইংলণ্ডের রাজার দরবারে নজরবন্দী হিসাবে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সার উইলিয়মের দৃষ্টি এই বৃদ্ধের উপরে নিপতিত হয়। তিনি ইহাকেই নিজের কর্ম্মসিদ্ধির উপযুক্ত অস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সার উইলিয়ম ক্লডকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে আনিলেন। ক্লড সুদূর বিদেশে পুত্র ডিলাটুর্স-এর কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। পুত্র যে কত কষ্ট সহ্য করিতেছে, সে যে তার পিতার দিকে আশাকুলনেত্রে সাহায্যের জন্য চাহিয়া আছে - আমোদ প্রমোদের মধ্যে পিতার তাহা মনে পড়িল না। তিনি নিত্য নবীন স্ফুর্ত্তিতে মগ্ন হইয়া রহিলেন। ডিলাটুর্স অতি কষ্টে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সার উইলিয়মের মোহে পড়িয়া ক্লড ইংলণ্ডে

পুনরায় একজন ইংরেজ রমণীকে বিবাহ করিলেন। স্যার উইলিয়মের চেষ্টায় ক্লড ও তাঁহার পুত্র ডিলাটুর্স ব্যারণ উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ক্লড প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেমন করিয়াই হউক, তার পুত্র ডিলাটুর্সকে ইংরেজের পক্ষে আনিবেন। এবং সমস্ত আকডিয়া প্রদেশ যাহাতে আর উইলিয়মের অধীনে আসে তাহার চেষ্টা করিবেন। অবশেষে ক্লড ইংরেজের জাহাজে চড়িয়া নোভাস্কোটিয়ায় আগমন করিলেন। ডিলাটুর্সের সেণ্ট লুইস দুর্গের প্রাসাদমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইয়া আছে। ক্লড পুত্রের নিকটে দূত পাঠাইয়া জানাইলেন —কিন্তু বীরপুত্র উত্তর পাঠাইলেন—যতক্ষণ না ইংরেজ জাহাজ দূরে সরিয়া যায় ততক্ষণ তিনি তাঁহার পিতার কোন কথা শুনিবেন না। ক্লডের আদেশে ত ইংরেজ তরণী মধ্য সমুদ্রে সরিয়া গেল। পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তা নিমিষের জন্য—যখন ক্লড কহিলেন—কে তোমাকে ইংরেজের সাহায্য করিতে হইবে, বীর ডিলাটুর্স তখনি ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন। ক্লড কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কত সাধ্যসাধনা করিলেন তবু গর্ব্বিত স্বদেশ সেবক পুত্র স্বজাতিদ্রোহী হইলেন না। কহিলেন—মসিয়ে ক্লড ইংরেজের পদলেহী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁর পুত্র

কানাডার আদিম অধিবাসী-জননীরা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময় সন্তানকে পৃষ্ঠে লইয়া কাজ করেন। সন্তানের অবশ্য ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্তির ভাব দেখা যায় না। কানাডা।

কখনো ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসহীনতা দেখাইতে পারে না।" অবাধ্য সন্তান কিছুতেই পিতার কথায় কর্ণপাত করিল না। অবশেষে ক্লড দেখিলেন যে, ইহাতে হইবে না—জোর দেখাইতে হইবে। তাই, তিনি অবশেষে পুত্রের বিরুদ্ধে সৈন্য সাজাইলেন। কিন্তু বীর পুত্র তাহাকে পরাস্ত করিয়া দিলেন। গভীর মনোবেদনায় ও অপমানভরে ক্লড কানাডায় ইংরেজ উপনিবেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বেশীদিন যাইতে না যাইতে যখন ইউরোপে শান্তির হাওয়া বহিল—কানাডা ও নোভাস্কোতিয়া যখন ফ্রান্স ইংরেজের নিকট হইতে ফিরিয়া পাইল, বাধ্য হইয়া ক্লড পুত্রের আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। বীরপুত্র পিতার সম্মান রক্ষা করিয়া তাহাকে সেণ্ট লুইস দুর্গের কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করিলেন। ফ্রান্সের অধিপতি ডিলাটুর্স'কে আকাডিয়ায় সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন।

চ্যাম্পলেনের শূন্যপদে আইজাক র‍্যাজিলি কানাডার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার জনৈক সেনাপতি চেরিংসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থাপিত করিলেন। রেনবসকট নামক স্থানে অবস্থিত ইংরেজদিগকে পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিলেন। তারপর কিছুদিন উভয়পক্ষই চুপচাপ করিয়া রহিলেন।

এমন সময় শাসনকর্ত্তা র‍্যাজিলি মারা গেলেন। তখন র‍্যাজিলির দুই সেনাপতি চেরিংসে ও ডিলাটুর্স এর উপর সমস্ত ফরাসী-কানাডার ভার ন্যস্ত রহিল। উভয়েই রণকুশল, উভয়েই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুতরাং স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে যে উভয়েই তৎপর হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? একচ্ছত্র প্রভুত্ব করিবার বাসনা উভয়ের মনেই জাগরিত হইল। কেহ আপনাকেও হীনজ্ঞান করিতে সম্মত নহেন। সুতরাং অচিরেই ফরাসীদিগের মধ্যে গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ডিলাটুর্স স্বীয় পিতাকে সেণ্টলুইস দুর্গের ভার প্রদান করিয়া স্বয়ং আকাডিয়ার সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অবশেষে তিনি সেণ্টজন নামক স্থানে এক বিরাট দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বসবাস করিতে লাগিলেন। আকাডিয়ার আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা প্রণয়নে ও সুশাসনের দিকে তাহার প্রধান দৃষ্টি রহিল। চেরিংসে ডিলাটুসে'র সেণ্টজন দুর্গ দেখিয়া যারপর নাই ঈর্ষান্বিত হইলেন। তিনি তাঁর পোর্টরয়াল দুর্গের যথেষ্ট সংস্কার সাধন করিতে লাগিলেন। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি লোকজন আনিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু চেরিংসের প্রধান দৃষ্টি রহিল পালকের ব্যবসার দিকে—অর্থের

আগমের দিকে। কিন্তু জনপ্রিয় ডিলাটুর্সের নিকটে চেরিংসের খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতে লাগিল। চেরিংসে তখন অন্য চাল চালিলেন। ফ্রান্সের রাজদরবারে তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল,—তিনি তাঁহাদের মারফতে রাজার কাছে ডিলাটুর্সের নিন্দাবাদ শুনাইতে লাগিলেন। অবশেষে নানা কৌশলে ডিলাটুর্স রাজাদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বলিয়া রাজার নিকটে প্রতিপন্নিত হইলেন। ফ্রান্সের রাজা বিদ্রোহী ডিলাটুর্সকে ফ্রান্সে বন্দী করিয়া আনিতে পরওয়ানা জারি করিলেন। বন্দী কারবার ভার পড়িল দুষ্টবুদ্ধি চেরিংসের উপরে। ডিলাটুর্স এসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না। যখন চেরিংসে তাঁহাকে রাজ আজ্ঞা দেখাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে আসিলেন,—ডিলাটুর্স সেই পরোয়ানা জাল বলিয়া চেরিংসকে দূর করিয়া দিলেন। তিনি কোন অপরাধ করেন নাই অথচ তিনি বন্দী! অবশেষে ডিলাটুর্স বুঝিতে পারিলেন, যে ইহার মূলে নিশ্চয়ই কোন চক্রীর চক্রান্ত রহিয়াছে। সমস্ত ব্যাপার তিনি ফরাসীরাজের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে চেরিংসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। চেরিংসে যুদ্ধার্থ প্রস্তুতই ছিলেন—খানতিনেক জাহাজ ও ৫০০ শত সৈন্য লইয়া

চেরিংসে ডিলাটুর্সের রাজধানী আক্রমণ করিলেন। ডিলাটুর্স তখনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সৈন্য ও অস্ত্র যোগার করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁর রাজধানী হইতে কিছুদূরে রোসেল নামক স্থানে তাঁর কিছু সৈন্য মজুত ছিল। অথচ দুর্গ অবরুদ্ধ,—এক নদীপথ ব্যতীত বাহিরে যাইবার আর কোন পথ নাই। অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে নদী-পথে ডিলাটুর্সের সমুদয় সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এইবার ডিলাটুর্সের প্রতাপ দেখিয়া শত্রু চমকিত হইয়া উঠিল! চেরিংসে জয়ের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—ডিলাটুর্সের কাছে হারিয়া এখন পলাইতে পারিলে বাঁচেন। তিনি কোনমতে পোর্টরয়ালে যাইয়া মাথা বাঁচাইলেন।

ডিলাটুর্সের পত্নীও যথার্থই বীররমণী ছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মন্ত্রণাগৃহে সর্ব্বস্থলেই স্বামীর পার্শ্বচর ছিলেন। তাঁহাকে বন্দুক হাতে করিয়া যুদ্ধ করিতেও দেখা গিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলে পর ডিলাটুর্স দেখিলেন, যুদ্ধের জন্য তার সৈন্যবল যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। অথচ চারিদিকে শত্রু,—একদিকে ইংরেজ, একদিকে অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ান, আর এক দিকে গৃহশত্রু চেরিংসে। এই অবস্থায় শক্তি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। তাই, ডিলাটুর্স-এর পত্নী সাহায্যের আশায় ফ্রান্সে চলিলেন,—উদ্দেশ্য রাজার

নিকটে সমস্ত ব্যাপারের গোচর করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করা। চেরিংসে যখন জানিতে পারিলেন যে ডিলাটুর্সের পত্নী ফ্রান্সে গিয়াছেন তখন তিনিও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনিও ফরাসী দেশে উপস্থিত হইলেন। ডিলাটুর্সের পত্নী ফ্রান্সে যাইয়া কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। একেত তিনি নারী—তার উপরে চেরিংসের প্ররোচনায় ও ষড়যন্ত্রে তাঁহার কোন উদ্দেশ্যই সফল হইল না। অবশেষে চেরিংসে যখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন,—বীরপত্নী পূর্ব্বাহ্নে সেই খবর পাইয়া ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিলেন। চেরিংসে সেখানেও তাঁর পিছু পিছু ছায়ার ন্যায় ছুটিলেন। অবশেষে আর উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া ডিলাটুর্সের পত্নী স্বামীর নিকটে সেণ্টজনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ডিলাটুর্সের কোন আশাই পূর্ণ হইল না।

কিছুদিন পরে ডিলাটুর্স কোন কার্য্যব্যাপদেশে বহু-দূরদেশে গমন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সুযোগ বুঝিয়া চেরিংসে সেণ্ট জন দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। বীর ডিলাটুর্স-পত্নী অমিতবিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। চেরিংসে রমণীর নিকটেও পরাজিত হইলেন। অবশেষে সাময়িক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষই যুদ্ধ

হইতে বিরত হইল। কিন্তু শঠ চেরিংসে স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষণ করিলেন না—নিদ্রিত ও অপ্রস্তুত ডিলাটুর্সের সৈন্যকে গভীর নিশীথে আক্রমণ করিলেন। বীরনারী এই সংবাদ শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন—আর তাঁর চেতনা হইল না,—তাঁর মৃত্যু হইল। চেরিংসের সৈন্য সেণ্ট জন দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

প্রবাস হইতে ফিরিয়া ডিলাটুর্স তাঁর প্রাণপ্রিয় দুর্গের ও প্রিয়তমা পত্নীর শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। সেইদিন হইতে তাঁর মুখে আর কেহ হাসি দেখে নাই। ডিলাটুর্সের কর্ম্মময় জীবনের দিকে কে যেন কৃষ্ণ-যবনিকা টানিয়া দিল। তিনি উন্মাদের ন্যায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁর এক বন্ধু তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া গেলেন।

এদিকে ডিলাটুর্সের পতনের পর কানাডায় চেরিংসেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁর অত্যাচারে তাঁর স্বেচ্ছাচারে সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল। ডেনিস নামে এক ব্যক্তি কেপব্রিটন নামক স্থানে চাষবাস করিয়া বসবাস করিতেন। ডেনিস পূর্ব্বে চেরিংসের সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু চেরিংসে অযথা ডেনিসের কেপব্রিটনে যাইয়া হানা দিলেন। ডেনিসের যাহা কিছু ছিল লুট

করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। একদিন অপরাহ্নে তিনি তাঁর দুর্গের সম্মুখস্থ নদীতে নৌকায় চড়িয়া বেড়াইতেছিলেন—হঠাৎ নৌকা হইতে চেরিংসে জলে পড়িয়া গেলেন—আর উঠিলেন না। সেই নদীতেই তাঁর চিরসমাধি লাভ ঘটিল।

চেরিংসের মৃত্যুর পরে ফরাসীরাজ ডিলাটুর্স'কে কানাডায় শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। কারণ ডিলাটুর্স'এর মত সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি তখন বড় অল্প ছিল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ডিলাটুর্স' সে পদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাঁহার জীবনের শশ্মানস্বরূপ কানাডায় আগমন করিলেন। তাঁহার কিছুই ভাল লাগিত না—কোন রকমে একঘেয়ে কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করিয়া যাইতেন। লা-বর্গু' নামে একজন ব্যবসায়ী চেরিংসের নিকট কিছু টাকা পাইতেন,—চেরিংসের মৃত্যুর পরে তিনি ডিলাটুর্সে'র নিকট সে টাকার দাবী করিলেন। চেরিংসের আত্মীয়-স্বজন বড় একটা কেহ ছিল না। কিন্তু ডিলাটুর্স' সে অর্থ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন অগত্যা লা-বর্গু' আকাডিয়া প্রদেশের কতকগুলি স্থান স্বয়ং দখল করিয়া লইলেন। ডিলাটুর্স' এসব দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি পোর্ট'রয়ালের দুর্গে বসিয়া নিজের শোচনীয় অদৃষ্টের ভাবনাই ভাবিতেন।

তখন ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের একাধিপত্য। হল্যাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। হাডসন নদীর মোহানায় কতকগুলি ওলন্দাজীয় উপনিবেশ স্থাপিত ছিল। ইংরেজ সৈন্য একধার হইতে সেইগুলি অধিকার করিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহের আতিশয্যে সহসা তাহারা ফরাসী সীমানা অতিক্রম করিয়া কতকগুলি স্থান দখল করিয়া ফেলিল। ।ডিলাটুস অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে তাঁর আর ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি বরাবর ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। সেখানে ক্রমওয়েলের নিকট সমস্ত ব্যাপার বিস্তারিতভাবে গোচর করিলেন। তাঁহার কথায় ক্রমওয়েলের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ডিলাটুর্স জানাইলেন যে, ইংলণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার নিকট হইতে তাহার পিতা ক্লড কানাডারাজ্য পাইয়াছেন —সুতরাং বর্ত্তমানে পিতার অবর্ত্তমানে কানাডা ডিলাটুর্সের সম্পত্তি। অন্য লোকে কেন তাহার উপর হস্তক্ষেপ করে! ক্রমওয়েল ডিলাটুর্সের এই কৌশল বুঝিতে পারেন নাই—তিনি তাহাকে কানাডার সমস্ত অধিকার ফিরাইয়া দিলেন ও ইংরেজ সৈন্যকে ডিলাটুর্সের সীমা হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

জীবনের নানা যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া ডিলাটুর্স

বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কানাডার যে অধিকার তিনি ইংরেজদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা প্রভূত অর্থের বিনিময়ে ইংরেজের নিকট বিক্রয় করিয়া জীবনের শেষভাগে শান্তিতে কাটাইবার নিমিত্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আকাডিয়ায় ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হইল।

কিন্তু হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের মধ্যে যখন বিরোধের নিবৃত্তি হইল ফরাসী স্বকীয় আকাডিয়া দাবী করিয়া বসিল। তার নিজের জিনিষ সে সহজে ত্যাগ করিবে কেন? অবশেষে কানাডা ও আকাডিয়া ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ফরাসীদের শাসনাধীনে আসিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

—ঃ(*)ঃ—

দিবারাত্র যুদ্ধ-বিগ্রহ লুঠতরাজে লোকে তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। সকলেই শান্তির আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে ধীরে ধীরে লোকের মন গঠন কার্য্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। এতদিন শুধু উপনিবেশ স্থাপনের মোহ ও ব্যবসায়ের মোহ লোকের মন অধিকার করিয়া ছিল। ইহার পর হইতে সকলেই নিজেদের নৈতিক উন্নতির প্রতি সমধিক উৎসাহ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। এত দিনের যুদ্ধবিগ্রহে ও নিয়ম কানুনের অভাবে যে কানাডার অধিবাসীদিগের নৈতিক অবস্থা শিথিল হইয়া পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তাই নূতন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া চারিদিকে শান্তি শৃঙ্খলার বিধান করা হইতে লাগিল। প্রত্যেক দিন অন্ততঃ একবার করিয়া গির্জ্জায় সকলকেই যাইতে হইত। না গেলে শাস্তি বিধান করা হইত। মদের দোকানে অনর্থক গোলমাল করা নিষিদ্ধ হইয়া গেল। এমনি আরও কত। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে

কুইবেকে প্রথম স্কুল স্থাপিত হইল। তাহার কিছু পরেই কুইবেক কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার সমধিক উৎসাহে চলিতে লাগিল—হুরণজাতির মধ্যে অধিকতর লোকে দীক্ষা গ্রহণ করিল।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। শান্তিতে বাস করিবার ইচ্ছা থাকিলেও লোকে বেশীদিন শান্তিলাভ করিতে পারিল না। দুর্দ্দান্ত ইরোকুইসরা থ্রি রিভারস্ (Three Rivers) নামক স্থানের ফরাসী সীমান্ত আক্রমণ করিল। কুইবেক হইতে সৈন্য সামন্ত যাইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া আসিল। এই সময়ে ফরাসীদিগের চেষ্টায় আর একটি বৃহৎ নগরের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহার নাম হইল মনট্রিল। মনট্রিল ও কুইবেক কানাডার পরবর্ত্তী ইতিহাসের প্রধান ক্ষেত্র।

ইরোকুইসরা বারবার পরাজিত হইয়াও ফরাসীসীমান্তে উপদ্রব করা পরিত্যাগ করিল না। তাহারা সুবিধা বুঝিয়া সম্মুখ যুদ্ধ একেবারে ছাড়িয়া দিল। যখন সুযোগ হয়, তখন তারা চোরের মত আসে,—তাড়াতাড়ি লুটতরাজ করিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হত্যা করিয়া আবার চোরের মত চলিয়া যায়। ইহাদের সহিত আঁটিয়া উঠা কঠিন। কোথাও হয়ত ধর্ম্মপ্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচার করিতে বাহির

হইয়াছেন—হঠাৎ অসভ্যের দল—কথা নাই বার্ত্তা নাই, আসিয়া কাহাকেও মারিল, কাহাকেও জখম করিল, কাহাকেও গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়া আবার অন্ধকারে সরিয়া পড়িল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাইলে আর রক্ষা থাকিত না—তাহাদের ঘোড়ায় তুলিয়া লইয়া যাইত। পথে মেয়েরা আর একা বাহির হইতে সাহস করিত না—কি জানি কখন ইরোকুইস এর দল আসিয়া পড়ে।

কিন্তু ইংরেজদিগের সহিত ইরোকুইসদের শত্রুতা মোটেই ছিল না। তাহারা ফরাসীদিগকে ভাল করিয়া চিনিত। কারণ চ্যাম্পলেনের অধীনে ফরাসীরা বহু পূর্ব্বে ইরোকুইসদের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহা তাহারা চিরদিন মনে করিয়া রাখিয়াছিল। এই সময়ে ফরাসীরা ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া ইরোকুইসদিগকে পরাস্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইংরেজ সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ইরোকুইসদিগের সহিত শত্রুতা করিবার অভিলাষ তাহাদিগের মোটেই ছিল না। সুতরাং ইরোকুইসদের যত আক্রোশ ফরাসীদিগের উপরে যাইয়া পড়িল। কিন্তু ফরাসীদিগের পুরাতন বন্ধু হুরণজাতি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল না। তাহাদের এই দুঃসময়ে তাহারা ফরাসীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

অসভ্য বর্ব্বরের আর যাহাই থাকুক না কেন তাহাদের হৃদয় আছে। তাহারা যেমন প্রতিহিংসা লইতে জানে তেমনি ভালও বাসিতে পারে। তাই এই সময়ে হুরণদের সাহায্য ব্যতিরেকে ফরাসীদিগের অস্তিত্ব অতি অল্পসময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। অবশেষে ইরোকুইসরা বিভিন্ন অসভ্যজাতিকে একসঙ্গে সমবেত করিল কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্বেও হুরণরা স্বজাতি হইতে বিভিন্ন হইয়া রহিল। অতঃপর অসভ্যদিগের পাঁচটি বিভিন্ন জাতি ফরাসীদিগের রাজধানী আক্রমণ করিল।

সে সময়ে ডুপ্লে ছিলেন কুইবেকের শাসনকর্ত্তা। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। কুইবেক নগরের বহির্ভাগে শত্রু আসিয়া অত্যাচার করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। যেখানে সেখানে ফরাসীদিগের মৃতদেহ পাওয়া যাইতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া বহু ফরাসী নাগরিক কুইবেক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে আর এক বিপদ,—সে সময়ে সহসা ভীষণ জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া গেল। ফরাসীদিগের মধ্যে জ্বরের প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক ফরাসী সৈন্য রোগশয্যায় প্রাণ হারাইল। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, এবার

বুঝি রোগের ও শত্রুর তাড়নায় সেন্টলরেন্স নদীর উপত্যকা হইতে ফরাসী উপনিবেশ শেষ হইয়া যায়। মনট্রিল নগর হইতে একদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দলের নেতা ছিলেন তরুণ বয়স্ক ডলার্ড। ডলার্ড অতিশয় বুদ্ধিমান ও রণনিপুণ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া ফরাসী সৈন্য যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইল। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনি অসভ্যদিগের বিরাট সৈন্যবাহিনী অতি কৌশলে পরাস্ত করিয়া দিলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্র ইতিহাসে আমেরিকার থর্ম্মোপলি নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এইভাবে পরাভূত হইয়া ইরোকুইসরা ক্রমে ক্রমে সে দেশ হইতে আরও পশ্চিম দিকে পিছাইয়া পড়িল। ইরোকুইস বিভীষিকা ফরাসী কানাডা হইতে তিরোহিত হইল। ডলার্ডের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

এই সময়ের মধ্যে কুইবেক এক বিস্তীর্ণ জনাকীর্ণ নগরে পরিণত হইয়াছে। ফরাসীরা রাজ্যের স্বাস্থ্য বিধানের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তাহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় রোগব্যাধি দূরে পলায়ন করিল। তখন কি করিয়া স্থায়ী সুশিক্ষিত সৈন্যদল পোষণ করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ফ্রান্স হইতে নূতন একদল সৈন্য

আনীত হইল,—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইউরোপীয় প্রথায় আমেরিকার অসভ্যদিগকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া—স্থায়ী সৈন্যদল গঠিত হইতে লাগিল। নূতন কয়েকদল ঔপনিবেশিক আসিয়া কানাডার সর্ব্বত্র বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে কানাডায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়। এইরূপ ভূমিকম্প নাকি আর সেখানে হয় নাই। ইহাতে লোকজনের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল।

এই সময়ে ফরাসী রাজের নিকট হইতে নূতন সনন্দপত্র (Charter) পাওয়া গেল—তাহাতে কানাডায় ফরাসীদিগের অধিকার পাকাপাকি হইয়া রহিল। কানাডার শাসনব্যবস্থা রাজা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল যে, রাজা এখন হইতে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিবেন। শাসনকর্ত্তা দশ বার জন কাউন্সিলার লইয়া দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কুইবেকএ ফরাসী শাসনকর্ত্তার রাজধানী স্থাপিত হইল। শাসনকর্ত্তাই একরকম সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রহিলেন—কাউনসিলারগণ শুধু নামেমাত্র। ডিমেসি কানাডায় প্রথম গভর্ণর হইয়া আগমন করিলেন। কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হইলেন টেলন। কানাডার সমস্ত জমি প্রজাসত্ব হিসাবে

বিলিব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। প্রত্যেক সক্ষম প্রজা রাজার অধীনে সৈন্যশ্রেণীতে চাকরী করিবে,—এই চাকরী করাই রাজস্ব বলিয়া গণ্য হইবে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে (আমাদের দেশের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাম এই উপলক্ষে স্মর্ত্তব্য) একটি কোম্পানী কানাডায় একমাত্র বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইহা ছাড়া আর কেহ করিলে তাহাকে অধিক শুল্ক দিতে হইত। এই শুল্ক রাজস্বের এক অংশ বলিয়া ফরাসীরাজ তাহা প্রাপ্ত হইতেন। এই ব্যবস্থায় উপ-নিবেশিকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, কারণ ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারগণ সকলেই ইউরোপের অধিবাসী,—ফরাসী সুতরাং এই নিয়ম অনুসারে উপনিবেশিক-দিগের কোনই সুবিধা ঘটিয়া উঠিল না। তাহারা ভীষণ আন্দোলন উপস্থাপিত করিলেন, অবশেষে রাজা বাধ্য হইয়া বাণিজ্যের একতরফা বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিলেন।

ইংরেজদিগের সহিত ওলন্দাজদিগের এই সময়ে বড় একটা বনিবনা ছিল না। চারিখানা জাহাজ লইয়া ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চালর্সের ভ্রাতা ডিউক-অব-ইয়র্ক আমেরিকায় ওলন্দাজদিগের নিউ আমেষ্টার্ডাম দখল করিয়া বসিলেন। তিনি নিউ আমেষ্টার্ডামের নামে দিলেন

মাতৃস্নেহের উদ্ভাবনী শক্তির অভাব নাই। সংসারের কাজও করা চাই, অথচ ছেলেকেও ভুলাইতে হইবে। একই সময়ে উভয় কার্য্য কিরূপ সুন্দর ভাবে কানাডার আদিম অধিবাসী-জননীরা সম্পন্ন করিতেছে দেখুন। দোলনায় ছেলে আছে এবং ছেলে কাঁদিলেই মাতা পা দিয়া দোলনা এবং কাষ্ঠখণ্ড-সংলগ্ন দড়ি টানিতে থাকে। সেই টানে দোলনা দোলে এবং ছেলেরও কান্না বন্ধ হয়। কানাডা।

যুদ্ধায়োজন করিতে ব্যাপৃত হইয়া গেলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া ইরোকুইসরা যুদ্ধোদ্যম পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল। পাঁচটি বিভিন্ন দলের মধ্যে কেবল মোহাক জাতির রণপিপাসা নিবৃত্ত হইল না। অন্যান্য ইরোকুইসরা সাগ্রহে ফরাসীদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইল। ডিট্রেসি মোহাকদিগকে মিষ্ট কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহারা অচল। অতঃপর ফরাসীগভর্ণর বহু সৈন্য লইয়া মোহাকদিগকে আক্রমণ করিলেন—অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ডিট্রেসি তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী এবং তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দয়ভাবে অবলুণ্ঠন করিলেন। তিনি ইহাদিগকে এমন কঠোর সাজা দিলেন, এমন নির্ম্মম ভাবে ইহাদিগের সহিত ব্যবহার করিলেন যে, আগামী বিশ বৎসরের মধ্যে মোহাক কিংবা ইরোকুইসরা ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস পায় নাই।

এই সময়ে ফরাসী রাজত্ব আমেরিকার উত্তরে হাডসন উপসাগর ও দক্ষিণে মিসিসিপির মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমেরিকার প্রধান প্রধান হ্রদগুলিও ফরাসী অধিকারে বিন্যস্ত ছিল। এই বিরাট বিস্তীর্ণ দেশ ফরাসী শুধু দুইটি উপায়ে অধিকার করিয়াছে,—প্রথমতঃ

ধর্ম্মযাজকদিগকে অগ্রে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহারা ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়া, খৃষ্টানধর্ম্মে অসভ্যদিগকে দীক্ষিত করিয়া ক্ষেত্রের জমি প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছেন, তারপরে অসি হস্তে সৈন্যদল যাইয়া সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। এই সময়ে কানাডার অবস্থা ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছিল। কিন্তু একটা ব্যাপার বড়ই অসুবিধা জনক হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমাগত ফ্রান্স হইতে সৈন্য আনয়ন করিতে কানাডায় পুরুষের সংখ্যা অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। ঔপনিবেশিকদিগের সঙ্গে যে সমস্ত স্ত্রীলোক আসিত তাহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প। তাই দেশের মধ্যে স্বেচ্ছাচার ও নৈতিক অবনতির চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাই, ফরাসী গভর্ণর উদ্যোগ করিয়া দুই তিন বৎসরের মধ্যে ১২০০ শত মেয়েকে জাহাজ বোঝাই করিয়া ফ্রান্স হইতে লইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম করিয়া দিলেন যে, যে যুবক বিবাহ না করিবে তাহাকে একঘরে করিয়া রাখা হইবে, তাহাকে ব্যবসা করিতে, শীকার করিতে এমন কি মাছ ধরিতেও দেওয়া হইবে না। এই নিয়ম কঠোরভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল। ক্রমে দেশের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা সমান হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল।

তখন ফরাসী গভর্ণর ছিলেন কোর্সেলেস। তাঁর সময়ে অসভ্যদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কোর্সেলেস সৈন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, অসভ্য রাজ্যের সীমান্তে দুই একটা দুর্গ প্রস্তুত না করিলে আর নয়। অথচ, দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেই অসভ্যদিগের সন্দেহ জাগরিত হইবে, তাই, তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। সমস্ত অসভ্য জাতির নেতা বা প্রতিনিধিদিগকে তিনি বন্ধুভাবে সীমান্ত প্রদেশে কাটারোকু নামক স্থানে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে, তিনি সভা করিয়া সকলের সহিত সদয় ও মিষ্টভাবে আলাপ করিলেন। সমস্ত নেতাকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিলেন। সভা শেষ হইলে পর তিনি কহিলেন যে, এই মিলনের স্থানকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি এইস্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন—ইহাতে কাহারও আপত্তি আছে কিনা। সরলহৃদয় অসভ্য আমেরিকানরা কোর্সেলস এর এই উক্তিতে কোনও অসদভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া হৃষ্টমনে ফরাসী গভর্ণরের প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। দেখিতে দেখিতে ফরাসীসীমান্তে ওন্টারিও হ্রদের তীরে বিরাট দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে কানাডার অন্য একজন শাসনকর্ত্তার নামে কাটারোকুর দুর্গের নামাকরণ হইল। এই নবীন ফ্রনটেনাক দুর্গের ভার দেওয়া হইল বিচক্ষণ লাসেলির উপরে। লাসেলি যেমন একদিকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান তেমনি পরিশ্রমী ও সাহসী ছিলেন। তিনি দুর্গের ভার প্রাপ্ত হইয়াই দুর্গের শক্তি বৃদ্ধি করিতে মনোযোগী হইলেন। ওন্টারিও হ্রদে বহুসংখ্যক রণতরী নির্ম্মাণ করিয়া দুর্গকে নিরাপদ করিলেন। তখনো আমেরিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগ ইউরোপীয়দিগের দ্বারা অনাবিষ্কৃত ছিল। এই সময়ে লাসেলির দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হইল। তিনি বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া ওহিও নদী আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ইহার পর হইতে তাহার ভ্রমণস্থল বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। তিনি আমেরিকার গভীর অন্ধকারময় অরণ্যানী ও পর্ব্বতাকীর্ণ প্রদেশ সমূহে গমনাগমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গের সঙ্গীরা সকল সময়ে তাহার পশ্চাদানুগমন করিতে স্বীকৃত হইত না। কিন্তু লাসেলির একটা দোষ ছিল, তিনি কাহাকেও মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে জানিতেন না। সর্ব্বদা সামরিক প্রথার আদেশ করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নের প্রচেষ্টা করিতেন। জোর করিয়া সাময়িকভাবে কাজ আদায় করা যায়—কিন্তু

তাহাতে প্রকৃত প্রাণের পরিচয় লাভ ঘটে না। তাই, লাসেলির সঙ্গীরা সেই বিজন স্থানে তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে আরম্ভ করিল। লাসেলি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দিগ্‌বিদিক জ্ঞানহারা হইলেন,— সহসা একটি সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গুলিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

সে সময়ে নিউইয়র্কে ইংরেজগভর্ণর ছিলেন মিঃ ডগান। তিনি দেখিলেন, কানাডায় ক্রমশঃই ফরাসী প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। ফরাসীরা সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে বিজয়লাভ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তিনি ফরাসীদিগের পুরাতন শত্রু ইরোকুইস-দিগের ভিতরে অবিশ্বাসের বীজ বপন করিতে লাগিলেন। অচিরেই তাঁর এই সুবুদ্ধি প্রণোদিত প্রচেষ্টা সফল হইল। ইরোকুইসদের পূর্ব্বক্ষত কাটিয়া যেন নূতন শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল। তাহারা ফরাসীদিগের উপনিবেশে পুনরায় অত্যাচার সুরু করিয়া দিল। দেখিয়া শুনিয়া মিঃ ডগান অন্তরে অন্তরে হৃষ্ট হইলেন। তারপরে তিনি দেখিলেন, পালকের ব্যবসায়ে ফরাসীরা যথেষ্ট উন্নতি করিতেছে অথচ ইংরেজরা তেমন কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাই তিনি অসভ্য আমেরিকান-

দের ভিতরে ফরাসীদিগের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—ফরাসী বণিকগণ যাহাতে আমেরিকানদের নিকট হইতে অল্প দামে পালক না পান তিনি তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ফরাসীরা আর একটি অসভ্য জাতির সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহারা ইলিনিয়স্‌ জাতি। হুরণ-দিগের ন্যায় ইলিনিয়সেরা ফরাসীদিগের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ছিল। ইহার কারণ অসভ্যদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ ——আর কিছুই নহে। গৃহবিবাদে কত রাজ্যের উত্থান, কত রাজ্যের পতন,—সভ্যতার আলোকবর্জ্জিত রেড ইণ্ডিয়ানরা যে কলহ করিয়া বিদেশীয়ের হস্তে স্বদেশকে সঁপিয়া দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। ইতিমধ্যে সহসা একদিন একজন ইলিনিয়স্‌ যোদ্ধা আর একজন ইরোকুইসকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ইহাতে ইরোকুইস-দিগের আক্রোশ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল—কারণ মৃত ব্যক্তি নাকি ইরোকুইসদিগের পুরোহিত ছিলেন। হাজার হাজার ক্রুদ্ধ ইরোকুইস ইলিনিয়স নামক নদীর উপত্যকায় অধিষ্ঠিত ইলিনিয়সদিগের অরক্ষিত বাসস্থান আক্রমণ করিল। বাড়ীঘর পুড়াইয়া ইলিনিয়সদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়া তাহারা দেশে ফিরিল।

ফরাসী গভর্ণর দেখিলেন এই রকম ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে দেশের ও জাতির সকলেরই যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। দেশের উন্নতির জন্য কোন কাজই করা হইতেছে না— কেবলই বাধা পড়িতেছে। তাই তিনি আমেরিকার অসভ্যজাতিদিগকে বন্ধুভাবে নিজের দুর্গে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন,—উদ্দেশ্য একটা স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপন করা। নিউইয়র্কের শাসনকর্ত্তা মিঃ ডগান দেখিলেন যে, ফরাসী-গভর্ণর ফ্রনটেনাকের এই উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়—তবে আমেরিকায় ফরাসী-প্রভাব যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই, তিনি ইরোকুইসদিগকে সেই নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিলেন, কহিয়া পাঠাইলেন যে যদি মিলিত হইতেই হয় তবে ফরাসী দুর্গে না হইয়া সে মিল যেন ইরোকুইসদিগের আবাসস্থানেই হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী-গভর্ণরকেও ইরোকুইসরা নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলিল।

এইপ্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছে—এমন সময়ে ফ্রনটেনাকের ফ্রান্স হইতে ডাক আসিল, তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুতরাং, কোন কাজই হইল না। ইরোকুইসদিগের আক্রোশ যেন বাড়িয়াই চলিল।

ফ্রনটেনাকের পরিবর্ত্তে লাবেরি ফরাসী গভর্ণর হইয়া

আসিলেন। লাবেরি বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি আসিয়া অচিরেই আমেরিকার প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। তাঁহার সঙ্গে বহুতর সৈন্য আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই, তাঁহার সাহসও ছিল। এই সময়ে অসভ্যদিগের মধ্যে সেনেকাজাতি পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। লাবেরি অনেক চেষ্টা করিয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত অসভ্য জাতির সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিলেন। তিনি অসভ্যনেতাদিগকে বহুতর উপহার প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। ইহাতে ইরোকুইসরা স্বীকার করিল, যে তাহারা আর ফরাসীদিগকে কিংবা ফরাসীদিগের বন্ধু ইলিনিয়স, হুরণ কাহাকেও আক্রমণ করিবে না। কিন্তু দুর্দ্দান্ত সেনেকাজাতি সন্ধির কথায় কর্ণপাত মাত্র করিল না। তাহারা ফরাসী-বণিকবর্গকে উৎপীড়িত ও নিহত করিতে লাগিল। অবশেষে লাবেরি দেখিলেন, অস্ত্র না হইলে ইহারা দমিত হইবে না। তিনি বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া ইহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া আসিলেন। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'—ইরোকুইসরা মোহাকদিগের সহিত সমবেত হইয়া ফরাসী-উপনিবেশ আক্রমণ করিল। এই সময়ে ফরাসী-উপনিবেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল—নানাপ্রকার রোগ এই সময়ে বিস্তৃত

হইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসীরা চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। ফরাসীসৈন্য না খাইতে পাইয়া রোগের তাড়নায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। লাবেরি পুনরায় সন্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া অসভ্যজাতিবৃন্দ ঘোরতর অস্বীকার করিয়া ফেলিল।

স্বদেশ হইতে লাবেরির ডাক আসিল তিনি মিঃ ডেনোভোলের হস্তে কানাডার শাসনভার অর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:():—

কানাডার ইতিহাস প্রধানতঃ যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়াই গঠিত। ইহা ফরাসী ও ইংরেজ জাতির সাম্রাজ্য স্থাপনের নিদর্শন। সুতরাং কানাডার ইতিহাসের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা শুনিতে পাই—অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, মৃত্যুর আর্ত্তনাদ—অর্থের মদগর্ব্বজনিত পদশব্দ। পাঠকবর্গের নিকটে এই প্রকার একটানা কথা যে নিতান্ত একঘেয়ে বোধ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি।

ডোনোভেলি ছিলেন জবরদস্ত শাসনকর্ত্তা। তাঁর সেনাপতি কেলিয়াম ছিলেন আবার তেমনি জবরদস্ত। গোপনে গোপনে উভয়ে সেনেকাজাতির ধ্বংশ সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাহিরে কোনও প্রকার চঞ্চলতা ও সৈন্যসজ্জার আভাষ পাওয়া গেল না। তখন ইউরোপে ফরাসী ও ইংরেজের সহিত সন্ধি হইয়া গিয়াছে কিন্তু ইংরেজ গভর্ণর মিঃ ড্যানে অসভ্যদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ফরাসীদিগকে নিপাত করিতে বিরত রহিলেন না।

ডোনাভেলি তাহাকে শিক্ষা দিবার মানসে সহসা সৈন্য প্রেরণ করিয়া—হাডসন উপসাগরস্থিত কতিপয় ইংরেজ-বন্দর অধিকার করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় অসভ্যনেতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই সময়ে তাহারা আরও আপত্তি করিল। সকলে ফ্রনটেনাক দুর্গে মিলিত হইল। ডোনাভেলি এইবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নেতাদিগকে অতর্কিতে আনন্দ উৎসবের মধ্যে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। তাহারা এই বিশ্বাসঘাতকার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বন্দী করাই শেষ নহে—ডোনাভেলি ইহাদিগকে ক্রীতদাস ভাবে ফ্রান্সের বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি সৈন্য পাঠাইয়া ইরোকুইসদিগের গ্রাম সহর ধ্বংস করিতে লাগিলেন। বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া খৃষ্টধর্ম্মে জোর করিয়া দীক্ষিত করিয়া দিলেন। এই ভাবে ইরোকুইসদিগের ক্ষমতা কিছুদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। তারপরে, ডোনোভেলি সেনেকাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ঠিক এক ভাবে সেনেকাজাতি ইরোকুইসদিগের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তাহাদিগের সর্ব্বক্ষমতা ফরাসী একদিনে হরণ করিয়া লইল। এমন কি ডোনোভেলি সেনেকাদিগের রাজধানীর সন্নিকটবর্ত্তী

স্থানে বিরাট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ফরাসী সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিলেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে পুনরায় কালচক্র ঘুরিয়া গেল। কালান্তক যমের ন্যায় বসন্ত রোগ ফরাসীদিগের মধ্যে বিস্তার লাভ করিল। দলে দলে ফরাসীসৈন্য ও ফরাসী-নাগরিক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া ইরোকুইসরা পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। ডেনোভেলি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন,—কিন্তু ক্রোধে ঘৃণায় প্রতিহিংসায় অন্ধ অসভ্যজাতি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। সেনেকা-রাজধানীর নিকটবর্ত্তী ফরাসী দুর্গ মাটিতে মিশাইল।

এই সময়ে ইংরেজ গভর্ণর ডগানের স্বদেশ হইতে ডাক আসিল, তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। মিঃ এনড্রুস আসিয়া ইংরেজ গভর্ণর হইলেন।

ইরোকুইসজাতি প্রতিহিংসার্থ উন্মাদ হইয়া উঠিল। যে ভাবে যে উপায়ে ফরাসীসৈন্য তাহাদের গ্রাম ছাড়াইয়াছে, লোককে যন্ত্রণা দিয়াছে—ইরোকুইসরা ঠিক সেই ভাবে তাহার প্রতিশোধ লইতে লাগিল। লাসিন নামক গ্রামের বহুতর ব্যক্তিকে তাহারা এক রাত্রির মধ্যে নিহত করিল। ফরাসীদিগের উপরে পাশবিক অত্যাচার

আরম্ভ হইল। ফরাসীসৈন্য পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ডোনেভেলির কার্য্যে ফ্রান্সের কর্ত্তারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বলা হইল। ফ্রনটেনাক দ্বিতীয়বার ফরাসীগভর্ণর নিযুক্ত হইয়া কানাডায় আগমন করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, যেমন করিয়াই হৌক ইংরেজদিগকে জব্দ রাখিতে হইবে। ইংরেজও স্থির করিলেন যে ভাবেই হউক ফরাসীকে আমেরিকা হইতে দূর করিতে হইবে। তাই ইংরেজ গভর্ণর আমেরিকার অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির সহিত ও অসভ্য ইরোকুইস-দিগের সহিত মিলিত হইয়া এক বিরাট বাহিনী গঠন করিলেন। এদিকে ফ্রান্স হইতেও ফরাসীসৈন্য আসিয়া পৌঁছিল। সৈন্য পৌঁছিবামাত্রই ফরাসীরা প্রতিশোধস্বরূপ সালমন নামক স্থানের অধিবাসীবৃন্দকে নিহত করিয়া গ্রামগুলি ধ্বংস করিয়া দিল। রাত্রিকালে আক্রমণ করিয়া সেনেক্টাডি নামক স্থানেরও সেই দশা করিয়া দিল। এই সংবাদে শত্রুপক্ষ গর্জ্জিয়া উঠিল। ইংরেজ কহিলেন,—"অসভ্যদেশে বাস করিয়া ফরাসীও অসভ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।"

ফরাসীর পোর্টরয়াল আক্রান্ত হইল। পোর্টরয়াল

সেরকম সুরক্ষিত ছিল না। ইংরেজসৈন্য অতি অল্প আয়াসেই পোর্টরয়াল অধিকার করিল। অতঃপর ইংরেজসৈন্য কুইবেকের দিকে রওনা হইল। কুইবেকে আরও দুই দল সৈন্য দুই দিক দিয়া প্রেরিত হইল। কিন্তু ইরোকুইসদিগের নিকট হইতে যথাসময়ে সাহায্য না আসায় সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সময়ে নানাপ্রকার রোগ ইংরেজসৈন্যের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া ইংরেজ-গভর্ণর সৈন্যদল নিজরাজ্যে ফিরাইয়া লইলেন।

ইরোকুইসদিগের উপদ্রব বাড়িয়াই চলিল। ক্যাসল ডেনজারাস (Castle Dangerous) নামে একটি ফরাসী দুর্গ ছিল। দুর্গাধিপ তাহার চতুশবর্ষীয়া কন্যাকে দুর্গে রাখিয়া ইরোকুইসদিগের সহিত যুদ্ধে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ইরোকুইসরা দুর্গ আক্রমণ করিল। বালিকা ভার্সলু তাহার কয়েকজন অনুচর লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভাগ্যের কথা ইরোকুইসরা দলে ভারী ছিল না—ভার্সলু তাহাদিগকে প্রায় ৭ দিন যাবৎ আটকাইয়া রাখিলেন,—অবশেষে দুর্গাধিপতি প্রত্যাবর্ত্তন করাতে ইরোকুইসরা পলায়ন করিল। ফ্রান্সের রাজা

লা-ভার্সেরুর এই বীরত্বের কাহিনী শুনিতে পাইয়া তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রনটেনাক অনেক চেষ্টা করিয়া ইরোকুইসদিগের রাজধানী ওভোডাগাস দখল করিয়া ধ্বংস করিয়া দিলেন। সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। ইহার দুই বৎসর পরে ফ্রনটেনাক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

—ঃ০ঃ—

কানাডায় যখন এই অবস্থা—ফরাসী ও ইংরেজ যখন এই রকম সাম্রাজ্যের জন্য কলহে ব্যস্ত; আকাডিয়াতেও তেমনি যুদ্ধ চলিয়াছিল। ফরাসীরা পোর্টরয়ালের অধিকার যুদ্ধ করিয়া পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। বিজয়ী ফরাসী সৈন্য আকাডিয়ায় ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। পেনা-কুইড নামক স্থানে ইংরেজের ফোর্ট হেনরী নামক দুর্গ দখল করিয়া সেই দুর্গের ধ্বংস সাধন করা হইল। নানাস্থানে বিজয়লাভ করিয়া ফরাসীরা বোষ্টন নগর আক্রমণ করিলেন—কিন্তু সুরক্ষিত বোষ্টন নগরে প্রবেশ করিতে ফরাসী সৈন্যের সাধ্য হইল না। তথাপি ফরাসীরা দমিত হইল না।—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড নামক স্থানে ইংরেজের উপনিবেশ ছিল—সেখানে প্লেসেনসিয়ার একটি ফরাসী উপনিবেশও ছিল। প্লেসেনসিয়ায় শাসনকর্ত্তা ব্রোমিলান ইংরেজের অধিকৃত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া ফেলিলেন। আকাডিয়ায় কেবল মাত্র বোনাভিষ্টা

ইংরেজের অধীন রহিল। ফরাসীদিগের ভিতরে বিজয়ের আনন্দোৎসব আরব্ধ হইয়া গেল।

অচিরে ইউরোপে ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল। কানাডায় যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হইয়া গেল। ফরাসী গবর্ণর ইরোকুইসদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিতে ফরাসীও ইরোকুইসদিগের মধ্যে চিরদিনের মত বন্ধুত্ব হইয়া গেল। ইরোকুইসরা আর ফরাসীদিগকে আক্রমণ করে নাই—ফরাসীরাও এই অসভ্যদিগের সহিত সদ্‌ব্যবহার করিয়া চিরদিন তাহাদের সহায়তা লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

অসভ্যদিগের সহিত সন্ধি চিরস্থায়ী হইয়া গেল কিন্তু সুসভ্য ইংরেজের সহিত ফরাসীদের সন্ধি অতি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল। ইউরোপে স্পেনের সিংহাসন লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে ছিল। একদিকে স্পেন ও ফরাসী অন্যদিকে অষ্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড ও ইংরেজ। কিন্তু ইউরোপে যুদ্ধের যে কারণ, কানাডায় ইংরেজ ও ফরাসীর যুদ্ধের সে কারণ নহে। কানাডায় ইংরেজ ও ফরাসী পুনরায় যুদ্ধে মাতিয়া উঠিল,—ব্যবসার গোলমাল লইয়া। এই সময়ে ইংরেজদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ সূচিত হইয়াছিল। তাই, ঘরে বাইরে কলহ—ইংরেজ ফরাসীদিগের

সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। পোর্টরয়াল তখন ফরাসীর হাতে—বোষ্টন হইতে ইংরেজ সৈন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হইল না। উপরন্তু বিতাড়িত হইয়া পলায়ন করিল। এই সময়ে ফরাসী গবর্ণর ছিলেন ভডরিল। তাঁর নেতৃত্বে সেই পুরাতন যুদ্ধ চলিতে লাগিল,—সেই একঘেয়ে লুটতরাজ, সেই এক রকমের যুদ্ধ—আর যুদ্ধ। মানুষের আর কত সহ্য হয়।

কিছুদিন যুদ্ধে ক্রমাগত হারিয়া হারিয়া সহসা অনেক-দিন পরে ইংরেজের চেতনা হইল। তখন বিরাট আয়োজন চলিতে লাগিল—কানাডা হইতে ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিতে হইবে। আর তাহাদের অত্যাচার বরদাস্ত করা যায় না ঃ জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। স্থির হইল—ফরাসী রাজধানী কুইবেক জলপথে ও মনট্রিল জলপথে আক্রমণ করিতে হইবে। ফরাসী গভর্ণর ভডরিলও চুপচাপ বসিয়াছিলেন না। তিনি কুইবেক সুরক্ষিত করিয়া নিউইয়র্ক আক্রমণ করিবার উদ্যোগ চালাইতে লাগিলেন। উদ্যোগপর্ব্ব এইরূপে চলিতে লাগিল।

অবশেষে ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল নিকোলসন পোর্টরয়াল দুর্গ আক্রমণ করিলেন। খাদ্য ও অস্ত্রের অভাবে

দুর্গটি তেমন সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল না। সাবারকেস ছিলেন দুর্গের অধ্যক্ষ। কর্ণেল নিকোলসন সাবারকেসের নিকট হইতে দুর্গ দখল করিয়া সাবারকেসকে বন্দী করিলেন। পোর্টরয়ালের নূতন নামাকরণ করা হইল। তখন ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ছিলেন রাণী এ্যান। তাঁর নাম অনুসারে দুর্গের নাম হইল—এ্যানাপোলিসরয়াল। ইহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত এ্যানপোলিসরয়াল ইংরেজের অধিকারেই রহিয়াছে। সাবারকেসই ইহার শেষ ফরাসী শাসনকর্ত্তা। কানাডায় ইংরেজ জয়ী হইতেছেন—ইউরোপেও বিজয়লক্ষ্মী ইংরেজের। তখন ১৭১০ খৃষ্টাব্দ। ইংলণ্ড হইতে বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ বোঝাই করিয়া বহু সৈন্য বোষ্টনে পাঠান হইল। সকলে ভাবিল, এবার আর রক্ষা নাই—এইবার বোষ্টন হইতে এই নূতন বাহিনী প্লাবনের মত সমস্ত ফরাসীদিগকে উড়াইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। ইংরেজ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ভয়ে ভয়ে ফরাসীরা নিজেদের দুর্গ সংস্কার ও সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। বিশেষভাবে কুইবেক সুরক্ষিত করা হইল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। আমেরিকার নিকটে এগ দ্বীপ নামে একটি দ্বীপ আছে। দ্বীপটির আশে পাশে অনেক পর্ব্বতময়

দ্বীপ সমুদ্রের নীচে মুখ লুকাইয়া রহিয়াছে। পথ হারাইয়া অজ্ঞানতা বশতঃ ইংরেজ জাহাজ সেই সমস্ত লুক্কায়িত প্রস্তরে আঘাত পাইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। হাজার হাজার ইংরেজসৈন্য সেই সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। ইংরেজের এত আশা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল। ইংরেজ এডমিরাল ওয়াকার বিফলমনোরথ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

ফরাসীশিবির আনন্দের লাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। আজ যে হাসে কাল তাহাকে কাঁদিতে হয়—আজ যে চোখের জল ফেলে কাল সে অন্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া অট্টহাস্য করে। এই-ই সংসারের চিরন্তনী নিয়ম।

এদিকে সংবাদ পাইয়া ইংজেসৈন্য কুইবেক অধিকার করিবার নিমিত্ত কর্ণেল নিকোলসনের অধীনে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু যখন কর্ণেল জানিতে পারিলেন যে, ইংরেজ-বাহিনীর উপর ভগবানের এহেন দৃষ্টি পড়িয়াছে—এবং এডমিরাল ওয়াকারও স্বদেশের দিকে ফিরিয়াছেন, তখন তিনিও মানে মানে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন। ইউরোপে কিন্তু ইংরেজ জয়ী হইয়াছিলেন। ইউরোপে আটরেচ্ নামক স্থানে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি হইল। তাহাতে ফরাসী

ইংরেজকে আকাডিয়া, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্য দিলেন। - এই সন্ধি কিয়দ্দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

এই সময়ে কানাডার ও আকাডিয়ার লোকসংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছিল। শিল্পে, বাণিজ্যে, সর্ব্ব-বিষয়ে যাবতীয় জনগণের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

দেশ আবিষ্কার-কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। তখনও অনেক দেশ অনাবিষ্কৃত পড়িয়াছিল। বিচক্ষণ বুদ্ধিমান কষ্টসহিষ্ণু ভ্রমণকারীরা ম্যানিবোপ, উডস প্রভৃতি বড় বড় হ্রদ, উইনিপোগ নদী ও আরও অন্যান্য স্থান আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

প্রায় সাতাশ বৎসর শান্তিতে বাস করিবার পর কানাডায় আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল। কিন্তু প্রথম আগুন জ্বলিয়াছিল ইউরোপে অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর রাজসভায়। অষ্ট্রিয়ার রাজা ষষ্ঠ চালর্স মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁর কন্যা মেরিয়া থেরেসা সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু ব্যাভেরিয়ার রাজা মেরিয়া থেরেসার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া অষ্ট্রিয়ার রাজ্যভার গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুধু ইংলণ্ড অষ্ট্রিয়ার তথা মেরিয়া থেরেসার পক্ষাবলম্বন করিলেন। অন্যদিকে রহিলেন ফ্রান্স, স্পেন, ব্যাভেরিয়া ইত্যাদি।

যুদ্ধ বাঁধিল—কানাডার ইংরেজ ও ফরাসীরা পুনরায় কলহে ব্যাপৃত হইলেন।

সে সময়ে ফরাসীদের সব চেয়ে বৃহৎ ও সুরক্ষিত দুর্গ ছিল—লুইসবার্গ। ইহা যেন প্রত্যেক ফরাসীর প্রাণস্বরূপ ছিল। ফরাসীরা লুইসবার্গ হইতে আনাপোলিস রয়াল অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যদিও দুর্গ এক প্রকার অরক্ষিত ছিল তথাপি ফরাসীরা পরাজিত হইয়া গেলেন। অতঃপর ইংরেজরা লুইসবার্গ দখল করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। জল ও স্থল উভয় পথ দিয়াই বিপুল বেগে ইংরেজের আক্রমণ চলিতে লাগিল। ইংরেজ গভর্ণর যিনি ছিলেন—তিনি যুদ্ধের কোন ব্যাপারে দক্ষ ছিলেন না। ইংরেজ সৈন্যও খুব শিক্ষিত ছিল না। অথচ ইহাদেরই সাহায্যে ইংরেজ সেনাপতি উইলিয়ম পেপারেল সেই বিরাট দুর্গ জয় করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে দুর্গাধিপ ডুসানবন সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিলেন। পেপারেল সন্ধির কথা মোটে তুলিতেই দিলেন না। অবশ্য ফরাসীবাসীগণের সহিত তিনি ভাল ব্যবহারই করিয়াছিলেন—তাহাদিগকে দেশে ফিরিবার অনুমতিও প্রদান করা হইয়াছিল। যুদ্ধের পর পেপারেল বিরাট এক ভোজ দিলেন। তাঁর ভোজের কথা এখনও সেখানে জনপ্রবাদের মত প্রচারিত হয়।

লুইসবার্গের পতনে ফ্রান্সের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। ইহার উন্নতির জন্য ফ্রান্স কি না করিয়াছে। অথচ সেই দুর্গই আজ হাতছাড়া হইয়া গেল—ইহা কি কম আপশোষের কথা। ফান্সে এই দুঃসংবাদ পৌঁছিলে সকলেই বড় মর্ম্মাহত হইলেন। তৎক্ষণাৎ লুসাইবার্গ উদ্ধার করিবার জন্য অসংখ্য সৈন্য সংগৃহীত হইয়া গেল। বহু অর্থও পাওয়া গেল। তখন জাহাজে কামান বোঝাই করিয়া ফরাসীসৈন্য কানাডার দিকে রওনা দিল। কিন্তু মধ্যপথে কয়েকখানি ইংরেজ ক্রুজার ইহাদের বাধা প্রদান করিল। ফরাসীর সব চেয়ে ভাল ভাল সৈন্যদল এই জাহাজে ছিল। কিন্তু ইংরেজের ক্রুজার ফরাসী ভেন্ট্রিয়ারকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল। পরাস্ত হইয়াও ফরাসী সেনাপতি ডিএনভিল কানাডার দিকে আগমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে আর এক বিপদ—ভীষণ ঝড়ের মধ্যে তাঁহার জাহাজ বাণচাল হইয়া গেল। ৩৯ খানার মধ্যে অবশিষ্ট মাত্র দুই খানা জাহাজ লইয়া ভগ্নবুকে ডিএনভিল ফান্সে উপনীত হইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া পরিশেষে সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে পুনরায় কানাডায় সৈন্য প্রেরণ

করা হইল। এবারেও ঝড়ের জন্য সেই অভিযান মাত্র বিস্কে উপসাগর পর্য্যন্ত গমন করিয়া ফিরিতে বাধ্য হইল অবশেষে ফ্রান্স শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন—জকুয়ারের নেতৃত্বে পুনরায় ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে কানাডায় সৈন্য পাঠান হইল। কিন্তু ফ্রান্সের কপাল এবার সত্য সত্যই যেন পুড়িয়া গিয়াছে। জকুয়ার কানাডার উপকূল পর্য্যন্ত ত কোন রকমে, পৌঁছিলেন, কিন্তু সেখানে ইংরেজ সেনাপতি ফিনিষ্টারের যুদ্ধে জকুয়ারকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া ফেলিলেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের এইলাচ্যাপোল নামক স্থানে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। ফরাসী যদিও কানাডায় পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতে ও ইউরোপের প্রত্যেক যুদ্ধে ফরাসী জয়ী হইয়াছিলেন। সন্ধির সর্ত্তে ফরাসী লুইসবার্গ ফেরৎ পাইলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে আন্তর্জাতিক বিপ্লব উপস্থাপিত হইয়াছিল। তাই, ফরাসীকে যখন লুইসবার্গ ফেরৎ দেওয়ার কথা উঠিল অমনি সন্ধি স্থির হইয়া গেল। কিন্তু সন্ধি খুব বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কানাডায় রাজ্যের 'সীমানা' লইয়া পুনরায় কলহ আরম্ভ হইয়া গেল। নোভাস্কোসিয়ায় ও ওহিও নদীর উপত্যকায় রণভেরী বাজিয়া উঠিল। সন্ধির

সময়ে জকুয়ার ইংরেজদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে এই সময়ে ফরাসী কানাডায় শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি শাসনকর্ত্তা হইয়া অসদউপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কানাডায় এইরূপে শাসনকর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য লোকে সকলেই উৎকোচ গ্রহণে দ্বিধা বোধ করিতেন না। ফরাসী রাজসভায় জকুয়ারের এই কীর্ত্তিকাহিনী অবিলম্বে প্রবাহিত হইয়া পড়িল। ফরাসী হইতে তাঁর অবিলম্বে ডাক আসিল। কিন্তু তার পূর্ব্বে ভগবানের ডাক আসিয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়া দিল।

তাঁহার স্থলে ডিকুইনি গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

—:•:—

এই ভাবে কখনো যুদ্ধ কখনো শান্তিতে ফরাসী ও ইংরেজ কানাডায় বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে কানাডায় পাপের পরিমাণ বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ইহার নিবারণের উপায় ও উপায় নিবারণ করিবার যোগ্যব্যক্তি তখন তেমন কেহ ছিল না।

ইংরেজের নোভাস্কোসিয়ায় হ্যালিফ্যাকস নগর স্থাপিত হইল। হ্যালিফ্যাকস রাজধানীতে পরিণত হইল। এডওয়ার্ড কর্ণওয়ালিস হইলেন ইহার শাসনকর্ত্তা। এই সময়ে লালুটির নামে একজন ফরাসী প্রচারকারী কানাডায় গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া বেড়াইতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ধর্ম্মযাজক ছিলেন না—ফরাসী রাজসভা হইতে কানাডার অসভ্যজাতিনিচয়ের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারিত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। লালুটির ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদে গ্রামে নগরে সর্ব্বত্র ইংরেজের কুৎসা তথা ফরাসীর প্রশংসা গাহিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যের দোষগুণ থাকিলেও তাঁহার নিজের আন্তরিকতা ছিল—তিনি ফরাসী কানাডার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাণপণে কাজ করিয়া ফিরিতেন। তিনি ছিলেন সকলের কার্য্যের পরিপন্থী—উৎকোচ গ্রহণ অসদাচরণ তিনি ঘৃণা করিতেন। তাঁহার এই প্রচার কার্য্যের ফল অচিরেই ফলিতে আরম্ভ করিল। অসভ্য আমেরিকানরা ফরাসীদিগের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ও ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। কর্ণওয়ালিস ইহা নিবারণ করিবার মানসে লালুটির মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু অসংখ্য ভণ্ড আমেরিকান পরিবৃত লালুটিরকে বন্দী করিতে কেহ সমর্থ হইল না। লালুটির নিজের অভিলাষ অনুসারে নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

লরেন্স দুর্গের অধিপতি কাপ্তেন হার্ড আকাডিয়ার আমেরিকানদের মধ্যে প্রতিপত্তি স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন। তাই লালুটির সহিত হার্ডএর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। লালুটির কোন সৈন্য সামন্ত ছিল না—তিনি তরোয়াল বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিতেন না। তিনি অলক্ষে থাকিয়া চাপ দিতেন—তার অনুরক্ত আমেরিকানরা সেই অনুসারে কাজ করিত। এই সময়ে ফরাসী ও ইংরেজের

মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গিয়াছে। একদিন প্রভাতে লরেন্স দুর্গের প্রহরীরা দেখিতে পাইল যে, লরেন্স নদীর অপর তীরে ফরাসী সৈন্যের পোষাক পরিহিত কে যেন একখানা সাদা নিশান দুলাইতেছে। প্রহরীরা দুর্গাধ্যক্ষ হার্ডকে এই সংবাদ জ্ঞাত করাইল। হার্ড ইহা দেখিয়া অবিলম্বে লোকটি কি চাহে তাহা জানিবার জন্য দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাহার সঙ্গে জনকয়েক অনুচর মাত্র চলিল। তিনি লোকটির নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, সে ফরাসী সৈনিক নহে, ফরাসী সৈনিকের পোষাকে আমেরিকান। হার্ড ও তাহার অনুচরবৃন্দ লোকটির কাছাকাছি যাওয়া মাত্র সে একটি সঙ্কেত করিয়া শব্দ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপে জঙ্গলে লুকায়িত আমেরিকানরা বাহির হইয়া হার্ডকে আক্রমণ করিল। হার্ড ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। অচিরে অসভ্যদিগের বন্দুকের গুলিতে হার্ড ও তাহার ইংরেজ অনুচরেরা ধরাশায়ী হইলেন।

এই ঘটনায় চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ফরাসী গভর্ণর ইহা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তিনি লালুটিরকে সন্দেহ করিয়া উহার কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইলেন। লালুটির বলিয়া পাঠাইলেন,—"আমি উহার

কিছুই জানিনা। কেন যে আমেরিকানরা এরকম করিল তাহার অন্য কারণ থাকিতে পারে। আমি কখনো ইংরেজ সেনাধ্যক্ষকে এইরূপ নিহত করিবার কল্পনাও করিতে পারি না।" যাহা হউক কে যে ইহার প্রকৃত উদ্যোক্তা এখনও তাহা স্থিরকৃত হয় নাই।

এই ব্যাপারে ইংরেজ অত্যন্ত চটিয়া রহিলেন। আমেরিকানদের উপর তাহাদের যত আক্রোশ পড়িল। তাঁহারাও ফরাসীদিগের অনুকরণ করিয়া অসভ্যদিগের মধ্যে প্রচার কার্য্য সুরু করিয়া দিলেন। ইহার ফলে কেহ কেহ ইংরেজ পক্ষে যোগ দিল—কেহ ফরাসী লালুটির ডাকে ফরাসী পক্ষে রহিল—আর কেহ বা নিরপেক্ষভাবে বাস করিতে লাগিল। ফরাসী দেখিলেন, যে ইহাতেও তাহাদের ষোল আনা লাভ হইল না—তাই তাহারা বলপ্রয়োগ করিয়া অসভ্যদিগকে কানাডার সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিলেন। কানাডায় এক প্রহসন অভিনীত হইতে লাগিল। ইংরেজ যখন দেখিলেন যে, ফরাসী শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তখন তিনিও ভাবিলেন আমিই বা তা করিব না কেন। অসভ্য-দিগকে ইংরজ ভয় দেখাইলেন যে, ইংরেজপক্ষে যোগ না দিলে—তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হইবে। অসহায়

আমেরিকানদের অবস্থা দুইদিকের চাপ খাইয়া শোচনীয় হইয়া উঠিল। শান্তিতে জীবন যাপন করা তাহাদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিল। ইংরেজপক্ষের অত্যাচার এত ভীষণ হইতে লাগিল—যে, আকাডিয়া কিছুদিনের জন্য জনশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। কেহ কুইবেকে যাইয়া ফরাসীর দলে নাম লিখাইল। অধিকাংশ আমেরিকানরা সুদূরপ্রদেশে গমন করিয়া সেই স্থানে শান্তিতে বসবাস আরম্ভ করিয়া দিল। সাধারণতঃ ফরাসীরা কানাডায় জনপ্রিয় ছিলেন।

যাহা হউক ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা নোভাস্কোসিয়া অধিকার করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে সুচতুর ইংরেজ বহু অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্য লইয়া বিসজোর নামক ফরাসীর মুল্যবান দুর্গটি অবরোধ করিলেন। ফরাসী দুর্গাধক্ষ্য অসভ্য আকাডিয়ানদিগকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিলেন। আকাডিয়ানরাও যথাসম্ভব ফরাসীদিগকে সাহায্য করিতে পশ্চাদপদ হইল না। কতক সৈন্য দুর্গমধ্যে রাখিয়া দুর্গাধক্ষ্য ভেসাক বাকি সৈন্য দুর্গের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে সন্নিবিষ্ট করিলেন, যাহাতে নৈশ আক্রমণ করিয়া শত্রুকে সন্ত্রস্ত করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু ইংরেজসৈন্য

সে পথে না আসিয়া জলপথে আগমন করিয়া একদিন রাত্রিতে দুর্গের পশ্চাতে আসিয়া অবতরণ করিল। সেই রাত্রিতেই কামানের গোলায় ফরাসীর দুর্গাস্থিত বারুদের কারখানা চুরমার করিয়া দিল। সেই দুর্গে লালুটিরও ছিলেন। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। দুর্গ ইংরেজসৈন্য হস্তগত করিল। অবশেষে একটি সাময়িক সন্ধি সংস্থাপিত হইলে পর ইংরেজ বন্দী-দিগকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু সর্ত্ত এই রহিল যে, তাঁহারা ৬ মাস যুদ্ধ হইতে বিরত হইবেন। ইহাতে স্বীকৃত হওয়াতে ফরাসীবন্দীরা লুইসবার্গে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। আকা-ডিয়ানদিগকেও এই সর্ত্তে বিদায় দিয়া ইংরেজ ভাল কার্য্য করিলেন। কিন্তু ফরাসীদিগের উৎকোচে বশীভূত হইয়া আকাডিয়ানরা পুনরায় ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ইংরেজ এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার প্রদান করিতে এইবার প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ইংরেজ গভর্ণর মাইনস, এনাপোলিস ও অন্যান্য স্থানের সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহাদিগকে সন্ধি করিতে বলা হইল। ইংরেজ শান্তির দ্বারা যতটুকু কাজ করানো যাইতে পারে তাহার চেষ্টার কোন ক্রুটী রাখিলেন না। কিন্তু আমেরিকানরা ইংরাজের সহিত

সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিল। তখন ইংরেজ দেখিলেন,—শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত আর উপায় নাই। সর্দ্দারদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। তারপর ইংরেজের প্রতিহিংসার প্রকৃত কার্য্য প্রকাশ পাইল।

ইংরেজ সৈন্য যে যেখানে আমেরিকানদিগকে দেখিতে পাইল—সেই সেইখানে তাহাদিগকে বন্দী করিল। ছেলে-মেয়ে বুড়ো কেহ বাদ গেল না। এইভাবে শত শত আকাডিয়াবাসীকে ইংরেজ ভেড়ার পালের মত বন্দী করিয়া সমুদ্র উপকূলে লইয়া চলিল। অসহায় অক্ষম অসভ্যরা নির্ব্বাক হৃদয়ে এই অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। সেই দুরন্ত শীত—গায়ের গাত্রবস্ত্র ছিন্ন এবং স্বল্প আহার্য্য, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর অসভ্যরা নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ইংরেজের জাহাজে উঠিল। যাহারা যাইতে অস্বীকার করিল, বন্দুকের কুঁদা দিয়া আঘাত করিয়া তাহাদের উঠানো হইল। বহু আকাডিয়ান অনাহারে ও শীতে পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। গ্রামের পর গ্রাম শূন্য করিয়া ঘরবাড়ী শ্মশানে পরিণত করিয়া কানাডায় এই অশ্রুত পূর্ব্ব বীভৎস বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় চলিতে লাগিল। অসহায় আকাডিয়ানরা ফরাসীর মুখপানে চাহিয়াছিল—আশা ছিল, হয়ত সেখান হইতে

বিশেষ রকম সাহায্য মিলিবে। কিন্তু ভীরু দুর্ব্বল ফরাসী শাসনকর্ত্তা ইহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। যেখানে আকাডিয়ানরা দলে ভারী—ইংরেজ সেস্থানে অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। ইংরেজ সেনাপতি ধর্ম্মযাজকের বেশে ছদ্মবেশী সৈন্যদ্বারা পরিবৃত হইয়া গ্রামের সকলকে ভজনালয়ে আহ্বান করিতেন। সরলপ্রাণ অসভ্যরা নিঃসঙ্কোচে গির্জ্জায় আগমন করিত। তখন ধর্ম্মযাজকের মুখোস খুলিয়া পড়িত,—ছদ্মবেশের অন্তরাল হইতে বন্দুক তরোয়াল বাহির হইত,—বিস্মিত আকাডিয়ানরা কথা বলিবার অবসর পাইত না—তাহাদের বন্দী করা হইত। এইভাবে জাহাজের পর জাহাজ বোঝাই করিয়া বিভিন্ন দেশে এই হতভাগ্য-দিগকে ক্রীতদাসভাবে হাটে মাঠে বিক্রয় করা হইতে লাগিল। আমেরিকার বিভিন্ন উপকূলে ইংরেজ উপনিবেশে, ইউরোপে ইংলণ্ডে সুদূর দেশে বিদেশে পশুপক্ষীর ন্যায় ইহাদের লইয়া যেন খেলা চলিতে লাগিল। জগতের ন্যায়বান লোকেরা ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এইরূপে ৬ হাজার নিরীহ আকাডিয়ানকে সমুদ্রপারে নির্ব্বাসিত করিয়া দেশ মাঠ জনশূন্য করিয়া ইংরেজ নিশ্চিন্ত হইলেন।

ক্ষেতগুলি অকর্ষিত পড়িয়া রহিল শিল্প বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তখন ইংলণ্ড হইতে ঔপনিবেশিকরা আসিয়া দুর্ব্বলের অশ্রুসিক্ত কুটীরে হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ করিয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিয়া গেলেন। জগতের নিয়ম কি বিচিত্র!

অষ্টম অধ্যায়।

—:•:—

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে প্রুসীয় শক্তির অভ্যুত্থান সাধিত হয়। ফ্রেডারিক দিগ্রেটের নেতৃত্বে প্রুসীয়জাতি জগতে অতুলনীয় শক্তিরূপে বিশিষ্টতা লাভ করে। এই সময়ে ইউরোপে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরেজ ফ্রেডারিকের পক্ষ লইয়াছিলেন। অপর দিকে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, রুসিয়া নবজাগরিত প্রুস-শক্তির ধ্বংস সাধনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ এই যুদ্ধ ব্যাপারে ইউরোপের রঙ্গক্ষেত্রে অতি অল্প সৈন্যই প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারণ অমিতশক্তি ফ্রেডারিকের বিজয়বাহিনীর তুলনা তখন পৃথিবীতে ছিল না—প্রুসীয় সৈন্য একাকী ফ্রান্স অষ্ট্রিয়া ও রাসিয়ার বিপক্ষে অবলীলাক্রমে যুঝিতে লাগিলেন। তাই, ইংরেজ তার শক্তি আমেরিকা ও ভারতে ফরাসীকে বিশেষ প্রয়োগ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। পক্ষান্তরে ফরাসী রাজা ষোড়শ লুইএর অবিবেচনা জনক কার্য্যের

জন্য বহুতর ফরাসী সৈন্য বন্দী ও নিহত হইয়াছিল। এই সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট না হইলে—আমেরিকায় ও ভারতে ফরাসীর স্থান এত শোচনীয় হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ।

কানাডার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ফরাসীদিগের অধীনস্থ আমেরিকানরা পেনিসিলভানিয়ার ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়া দিল। ফরাসীদিগের পক্ষে মণ্টকাম ফ্রান্স হইতে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। মণ্টকামের ন্যায় স্থির সাহসী সেনাপতি তৎকালে কানাডায় ছিলেন বলিয়াই ফরাসী কোনমতে তথায় আত্মসম্মান বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। মণ্টকাম কানাডায় পদার্পণ করিয়াই ইংরেজের ওস্‌ওয়াগো দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। সেই দুর্গে তিনি প্রায় ১৪০০ শত সৈন্যকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। তারপর কোন প্রকার উৎসবে কিছুমাত্র মত্ত না হইয়া তিনি দুর্গ নির্ম্মাণ ও খাদ খনন করিয়া স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন। ইংরেজ সেনাপতি লাউডন লুইসবার্গ আক্রমণার্থে জলপথে যাত্রা করিলেন, কিন্তু কি ভাবিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। জনরব এই যে, তিনি পথিমধ্যে নাকি শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, লুইসবার্গে নূতন ফরাসী সৈন্যদল আসিয়া পড়িয়াছে—সুতরাং সে দুর্গ আক্রমণ করা বৃথা। তাই

ভয়ে ভয়ে নাকি তিনি নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পুনরায় এডমিরাল হোলবোর্গের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হইল। ঝড়ের কোপে পড়িয়া হোলবর্গের যুদ্ধে সাধ মিটিল—তিনি অক্ষতদেহে ঘরে ফিরিলেন।

অতঃপর মণ্টকাম ইংরেজের উইলিয়মহেনরী নামক দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি মনরো বহু সৈন্য লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। ফরাসী সেনাপতি মনরোকে দুর্গ ছাড়িয়া যাইতে কহিলেন। কিন্তু ইংরেজ বীর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ওদিকে দুর্গের অবস্থা শোচনীয়,—তথাপি ইংরেজ যথাসাধ্য স্বীয় কর্ত্তব্য করিতে লাগিল। অপর স্থান হইতে সাহায্য আসিতে না আসিতে মণ্টকাম ইংরেজের হেনরী দুর্গ দখল করিয়া ফেলিলেন। ইংরেজ বন্দীদিগকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হইল। বীরজাতি বীরের মান রাখিলেন। কিন্তু ফরাসীদিগের বন্ধু আমেরিকানরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। প্রথমতঃ ইংরেজদের উপরে তাহাদের জাতক্রোধ প্রথমাবধিই রহিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ উইলিয়ম হেনরী দুর্গ দখল করিয়া ধনরত্ন কিছুই পাওয়া গেল না। আমেরিকানদের আক্রোশ পড়িল ইংরেজদিগের উপরে। ফরাসী সেনাপতি ইংরেজ বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন,—ইংরেজেরা দুর্গ হইতে

বাহির হইয়া বনপথ ধরিয়া চলিলেন। এমন সময়ে ক্ষুধার্ত্ত আমেরিকানরা তাহাদের সহসা আক্রমণ করিল। দুর্গে বসিয়া মণ্টকাম এই ভীষণ সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি অবিলম্বে উন্মুক্ত অসি লইয়া কয়েকজন ফরাসীসৈন্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে শত শত ইংরেজের প্রাণ অসভ্যের অস্ত্রের আঘাতে শেষ হইয়া গিয়াছে। মণ্টকাম পাগলের মত আমেরিকানদিগকে সেই অসি দিয়া নিবারিত করিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে মৃতপ্রায় কতগুলি ইংরেজসৈন্যকে লইয়া তিনি দুর্গে ফিরিলেন। মণ্টকাম অসভ্যদিগের এই ব্যবহারে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া হেনরী দুর্গকে রাগে ও ক্ষোভে ভূমিশায়ী করিয়া দিলেন।

এই স্থানে এবং অন্যান্য স্থানে যখন কেবলই ফরাসী-দিগের জয়ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল তখন পার্লামেণ্ট-গৃহে বসিয়া বিখ্যাত সচিব উইলিয়ম পিটের মাথায় টনক নড়িল। তিনি বাছিয়া বাছিয়া সৈন্য পাঠাইলেন, সেনাপতি পাঠাইলেন। জেনারেল আমাহার্ষ্ট হইলেন সেনাপতি। ইঁহার যিনি সহকারী তার নাম জেমস উল্‌ফ। জেমস উল্‌ফের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তৎকালে খুব কমই ছিল। তরুণ বয়স্ক এই যোদ্ধা ইংরেজসৈন্যদলে ছিলেন

বলিয়াই সেবার কানাডায় ইংরেজের মুখরক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু উলফের স্বাস্থ্য ও আকার যোদ্ধার মত ছিল না। তিনি তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মন্টকামের ন্যায় সুদৃঢ় ও সবল ছিলেন না। একজন দৈহিক স্বাস্থ্যে অতুলনীয় আর একজন ভগ্নস্বাস্থ্য, ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের দুই জনের কর্ম্মকুশলতার উপরে তৎকালে কানাডায় ইংরেজ ও ফরাসীর ভাগ্যবিবর্ত্তনচক্র ন্যস্ত ছিল।

এই সময়ে ড্রুরকাস ছিলেন লুইসবার্গের অধ্যক্ষ। জেমস উল্‌ফের নেতৃত্বে ইংরেজসৈন্য লুইসবার্গ চিরদিনের তরে অধিকার করিয়া ফেলিল। বন্দীদিগকে জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু ওদিকে মন্টকাম চাম্পলেন হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইংরেজসৈন্যকে পরাস্ত করিয়া দিলেন। টাইকোনডারোগা নামক স্থানে পুনরায় ইংরেজসৈন্য মন্টকামের হস্তে নিগৃহীত হইল। এই যুদ্ধের সেনাপতিকে স্বদেশে আহ্বান করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। ইংলণ্ড হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া পড়াতে সেনাপতি আমহার্ষ্ট ফরাসীদিগের উপরে উল্টাচাপ দিলেন। নায়গারা দুর্গ তিনি দখল করিয়া লইলেন। অতঃপর উল্‌ফের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া ফরাসী কানাডার

রাজধানী কুইবেকের দিকে অগ্রসর হইলেন। মণ্টকাম কুইবেক হইতে তখন অনেক দূরে ছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি দ্রুতগতি কুইবেকে উপস্থিত হইলেন। ফ্রান্সে নূতন সৈন্য চাহিয়া পাঠান হইল,—কিন্তু ইউরোপের ক্ষেত্রে ফরাসী তখন এমন ব্যস্ত যে, কানাডার বিপদের কথা একেবারে চাপা পড়িয়া গেল।

কুইবেক সে সময়ে সমস্ত আমেরিকায় সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। তার উপরে মণ্টকামের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার গুণে কুইবেক একপ্রকার দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হইয়াছিল। এহেন কুইবেক দখল করিতে ইংরেজসৈন্য দুর্গের অনতিদূরে অবস্থিত হইল। কুইবেকে প্রবেশের এক গুপ্তপথ ছিল। সে পথটি নগরের পশ্চাৎ-ভাগে অবস্থিত। জেমস উল্‌ফ আমহার্ষ্টের সৈন্যদল হইতে স্বীয় সৈন্য লইয়া সেই গুপ্তপথে দুর্গে প্রবেশের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। মণ্টকাম উলফের এই অভিসন্ধি জানিতে পারিলেন না। সেই গুপ্তপথে দুর্গ অধিকার করিতে হইলে জলপথে গমন করিতে হয়।

গভীর রজনীতে উল্‌ফের সৈন্যদল সজ্জিত হইল। সকলেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকার দাঁড়-গুলিতে কাপড় জড়াইয়া দেওয়া হইল—পাছে জলের

শব্দে প্রহরীরা জাগ্রত হয়! প্রথমে যে নৌকাখানি চলিল—তাহাতে বাছা বাছা ২৪ জন সাহসী সেনা ছিল। উলৃফও এই সঙ্গে ছিলেন। নৌকা কুইবেকের তীরবর্ত্তী হইল—একজন ফরাসী-প্রহরী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল—"কে যায় ?" নৌকায় ফরাসীবিদ একজন ইংরেজ ছিলেন। তিনি ফরাসীভাষায় কহিলেন "চুপ, অত চেঁচাইও না। তাহা হইলে ইংরেজসৈন্য টের পাইবে। আমাদের নৌকায় খাদ্যদ্রব্য লইয়া আমরা আসিয়াছি ভয়ের কোন কারণ নাই। এই কথায় ফরাসীপ্রহরীর আর কোন সন্দেহ রহিল না—ইংরেজসৈন্য বিনাবাধায় কুইবেকের তীরে উপনীত হইল।

মণ্টকাম ভাবিতেও পারেন নাই—যে, ইংরেজ কখনো পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিবে। তাই, তিনি কয়েক মাইল দূরে দুর্গের সম্মুখে ফরাসীসৈন্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন!

ইংরেজসৈন্য যে স্থলে অবতরণ করিল, সেটা ফরাসী-দিগের একটা ছোট ঘাটি মাত্র—ইহার একদিকে কুইবেক দুর্গ আর একদিকে রোজে দুর্গ। ইংরেজসৈন্য সেই রাত্রিতেই ঘাঁটির ফরাসীসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া তাদের নেতা ভার্গারকে বন্দী করিলেন। ফরাসীসৈন্য প্রাণভয়ে

পলায়ন করিল। প্রাতঃকালে যুদ্ধক্ষেত্রের সিক্ত প্রাঙ্গণে সূর্য্যরশ্মি আসিয়া পড়িল। জেমস উল্‌ফ কম্পিত হস্তে কপালের ঘাম মুছিলেন। দূরে কুইবেক দুর্গ আবছায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র—তারপরেই অসংখ্য ঐশ্বর্য্যশালিনী ফরাসীরাজধানী! ইংরেজসৈন্য একবার আকাশের দিকে চাহিয়া সেই দূরবিস্তৃত প্রাঙ্গণে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিল।

তখন প্রত্যুষ! মণ্টকাম ঘোড়ায় চড়িয়া নগরের বাহিরে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। দূরে চক্রবালে রঙ্গীন পোষাক তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, দুই একটা বন্দুকের শব্দও তিনি শুনিতে পাইলেন। অবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া মণ্টকাম অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সেই দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁর প্রধান সৈন্যদল তখন কিছু দূরে,—সেখানে সংবাদ গেল।

ঐ ফরাসীসৈন্য আসিতেছে। ইংরেজ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর এক পা মাত্র—ফরাসী আরও কাছে আসিল,—জেমস উল্‌ফ সঙ্কেত করিলেন—একসঙ্গে শত শত ইংরেজ বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল,—স্থানটি ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফরাসীসৈন্য বাধা পাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। তারপরে, ভীষণ বেগে যুদ্ধ চলিল। বোঁ করিয়া একটা

গুলি আসিয়া উলফের মণিবন্ধে আহত হইল। দেখিতে দেখিতে আর একটি গুলি তাঁহার উরুদেশে প্রবিষ্ট হইল। তথাপি উল্‌ফ আপন স্থান হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কিন্তু যখন তৃতীয় গুলিটি তাঁহার বক্ষে আসিয়া বিঁধিল—উল্‌ফ আর দাঁড়াইতে পাড়িলেন না—পড়িয়া গেলেন। এমন সময় কে যেন আনন্দে চীৎকার করিয়া কহিল—"ওরে দেখ্ দেখ্ ওরা কেমন পলাইতেছে!" উল্‌ফ অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে পালায়?" সেই স্বর তাড়াতাড়ি বলিয়া চলিয়া গেল,—"ফরাসী পলাইতেছে।" ইহা শুনিয়া উলফের প্রাণে শান্তি আসিল—তিনি আঘাতের সকল জ্বালা ভুলিয়া কহিলেন—"জয় ভগবান,—এবার আমি শান্তিতে মরিতে পারিব।" ধীরে ধীরে বীর যুবক প্রাণত্যাগ করিলেন। মণ্টকামও যুদ্ধ করিতে করিতে কুইবেকের প্রধান তোরণের সম্মুখে আহত হইয়াছিলেন। সেস্থান হইতে তাঁহাকে নগরের ভিতরে এক ডাক্তারের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। সেই স্থানেই এই ফরাসীবীরের আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল। যুদ্ধক্ষেত্রের একস্থানে ইংরেজের গোলা পড়িয়া প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল—মণ্টকামকে সেই পবিত্র স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল। বীরের

সমাধির ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত স্থান আর কি হইতে পারে? এইস্থানে একটি বিজয় স্তম্ভ এখনও মণ্টকাম ও উলফের বীরত্বের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। জেমস্ উলফের দেহ ইংলণ্ডে লইয়া সমাহিত করা হয়।

নবম অধ্যায়

—:*:—

ইংরেজ সৈন্য কুইবেক অধিকার করিল। কিন্তু এই বিজয়ে সৈন্যদলে আনন্দ ছিল না—তাঁহাদের প্রিয়তম সেনাপতিকে তাহারা হারাইয়াছে। কিন্তু ইহার পরে ইংরেজ সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফরাসী গভর্ণর ভডরল কুইবেক হইতে পলায়ন করিয়া সেণ্টলরেন্স দুর্গে আশ্রয় লইলেন কিন্তু সেস্থানে কর্ণেল টাউনসেণ্ড তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। সেণ্টলরেন্স হইতে পুনরায় পলায়ন করিয়া ভডরল মনট্রিলে উপস্থিত হইলেন,—সেই স্থানেও যুদ্ধে তিনি হারিয়া গেলেন। আর কত পারা যায়—সৈন্য নাই—অর্থ নাই—ইউরোপ হইতে কোন সাহায্য আসিতেছে না,—দেখিয়া শুনিয়া ফরাসী গবর্ণর সসৈন্যে ইংরেজ সেনাপতির নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন। সমস্ত কানাডা সাম্রাজ্য এতদিনের যুদ্ধ বিগ্রহের পরে ইংরেজের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন হইল।

অবশেষে ইউরোপে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। ইংরেজের

কানাডার অধিকার থাকিয়া গেল। কানাডা হইতে ফরাসীর এত আশা এত উৎসাহ এত কর্ম্মকুশলতা চির-দিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। মাত্র কয়েকটি বন্দর ও সামান্য কিছু জমি লইয়া ফরাসীকে সন্তুষ্ট হইতে হইল। ইংরেজ কানাডার অধিশ্বর হইলেন।

সকলে ভাবিল, এইবার বুঝি একটা স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইবে। কিন্তু মানুষের স্বভাব,—সে কখনো শান্তিতে থাকিয়া সুখ পায় না। যখন কোন কাজ নাও থাকে—তখন নিজের জন্য হউক, পরের জন্য হউক—একটা আন্দোলন সে চালাইবেই। অসভ্য আমেরিকানদিগের মধ্যে মেধাবী বীরের আবির্ভাব কদাচিৎ হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলিলেও অন্যায় হইবে যে এই সব আদিম অধিবাসী-দিগের মধ্যে বীরত্ব সাহস ও উচ্চপ্রাণতার অত্যন্ত অভাব ছিল। প্রথম ও প্রধান কথা এই যে, ওদেশের ইতিহাস যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা আমেরিকানদিগের চিরজীবনের শত্রু। অসভ্যদিগের তাহারা চিরদিন ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন—তাহাদের প্রতি যথেচ্ছ-আচরণের ত্রুটী হয় নাই। সুতরাং ইহাদের গৌরবের কথা, ইহাদের বীরত্বের কথা যে ইংরেজ ও ফরাসী-ঐতিহাসিকেরা গোপন করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র

কি। অসভ্য আমেরিকানরা যদি ইতিহাস লিখিতে জানিত—তবে কানাডার ইতিহাস হয়ত আমাদিগকে এভাবে লিখিতে হইত না। যাহা হৌক, এই সময়ে অটোয়া জাতির মধ্যে এক বীরনেতার আবির্ভাব হয়। ইহার নাম পণ্টিয়াক। পণ্টিয়াক ধীর গম্ভীর বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বজাতির ও স্বদেশের ভবিষ্যৎ দুরবস্থার কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে যে তাঁহার জন্মভূমি ও স্বদেশবাসী একেবারে পরের দাসানুদাস হইয়া রহিবে—ভবিষ্যতে যে আর তাহাদের জাগরণের কোনও উপায় থাকিবে না—তাহা তিনি বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, এই সময়ে ফরাসীদিগের পতন হইয়াছে। যতদিন ফরাসীরা স্বস্থান অধিষ্ঠিত ছিলেন,—ততদিন ইংরেজ মুখে কিছু না বলিলেও অন্ততঃ অন্তরে অন্তরে আদিম অধিবাসীদিগকে সমিহ করিয়া চলিতেন। এমনও দেখা গিয়াছে ইহাদিগকে স্বীয়পক্ষে টানিয়া আনিতে ইংরেজ চেষ্টার কোনও ক্রটী করেন নাই। ইংরেজ বিলক্ষণ জানেন—ইহারা তাহাদিগের নিকট তুচ্ছ—তথাপি যাহাতে ইহারা ফরাসীর সহিত যুক্ত হইয়া ফরাসীর বলবৃদ্ধি করিতে না পারে তাহাই ছিল—ইংরেজের সর্ব্ব-

প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এখন ফরাসী আর নাই। সুতরাং আদিম অধিবাসীদিগের ভয়ও দূরীভূত হইয়াছে। এখন যে ছিন্ন পাদুকার ন্যায় ইহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়া হইবে পণ্টিয়াক তাহা স্থির বুঝিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে প্রচার-কার্য্য করিতে লাগিলেন। হুরণ, সেনেকা, ডালিগেমি প্রভৃতি দলের সকলকে দেশের দুরবস্থার কথা বুঝাইতে লাগিলেন। এদিকে ইংরেজের অত্যাচার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিল। অবশেষে একদিন অসভ্যদিগের যুদ্ধধ্বনি ইংরেজের ডেট্রয়েট দুর্গের চারি ধারে ধ্বনিত হইল। নানাস্থানে খণ্ড যুদ্ধে ইংরেজসৈন্য পরাস্ত হইতে লাগিল। আমেরিকানরা চিরকাল যাহা করে এবারও তাহাই করিতে লাগিল। তাহারা বৃহৎ সম্মুখ যুদ্ধে কদাচিৎ অগ্রসর হয়,—লুকাইয়া আক্রমণ করিয়া ও লুঠ করিয়া নিমেষমধ্যে পলাইয়া যাইতে তাহাদের মত ওস্তাদ আর নাই। কিন্তু ইংরেজের কামান বন্দুকের সম্মুখে পণ্টিয়াকের সাধ্য নাই যে, বহু দিন ধরিয়া বাধা দিতে পারেন। ডেলাওয়ারদিগকে কর্ণেল বকেট ভীষণভাবে হারাইয়া দিলেন। কর্ণেল জনসন নানাস্থানে পণ্টিয়াককে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। পণ্টিয়াক সরিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে মিসিসিপির

তীরে ছাউনী ফেলিলেন। অপর পারে জনসনের ইংরেজ সৈন্যদল উপস্থিত হইল। একটি ইরোকুইস যুবক পণ্টিয়াকের সৈন্যদলে সেনাধ্যক্ষ ছিল। এই যুবকের সহিত ইংরেজের যোগাযোগ ছিল, ঘটনাক্রমে পণ্টিয়াক তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি ইরোকুইস যুবককে অপমান করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিলেন। কিন্তু যুবক এই অপমান বিস্মৃত হইল না। গভীর রাত্রে নিদ্রিত পণ্টিয়াকের শিবিরে প্রবেশ করিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ যুবক দেশভক্ত পণ্টিয়াকের হৃদয়ে শানিত অস্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া দিল। অসভ্যদিগের আশা শেষ হইল।

কানাডায় ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে শাসনরশ্মি ছিল ইংলণ্ডের ব্রিটিশ পার্লা-মেণ্টের হাতে। যে সমস্ত ইংরেজ ঔপনিবেশিকেরা কষ্ট স্বীকার করিয়া, অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও বুকের রক্ত দান করিয়া এই কানাডা সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল; সেই কানাডার অধিবাসী ইংরেজদিগের কানাডায় তেমন অধিকার রহিল না। ইংলণ্ড হইতে শাসনকর্ত্তা (Governor), সেনাপতি প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত হইয়া আসিতেন—বড় বড় পদ খাস ইংরেজরাই

পাইতেন। কানাডার অধিবাসী ইংরেজরা শুধু তাহাদের আজ্ঞাবহ থাকিয়া মজুরেগিরীর কাজ করিয়াই জীবন কাটাইত। ইহা কানাডার অধিবাসী ইংরেজদিগের সহ্য হইল না।

বহুদিন হইতেই কানাডার ইংরেজদিগের মধ্যে এই অসন্তোষের ভাব চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ফরাসীদিগের ও অসভ্যদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তাহা বাহিরে তেমন ভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। বিগত যুদ্ধে যখন ফরাসী ও ইংরেজ বিশেষ ব্যস্ত, তখন হ্যালিফাক্স নগরে কানাডার প্রবাসী ইংরেজদিগের জাতীয় সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

দোষ কিন্তু উভয়তঃ। যাঁহারা কানাডার ইংরেজ অধিবাসী--তাঁহারা নিজের বাহুবলে দেশ আবিষ্কার করিয়াছেন, ঘর বাড়ী, নগর, পথ, নির্ম্মাণ করিয়াছেন নিজের আহার্য্য নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন। প্রথমে ত কেহই তাঁহাদের সাহায্য করেন নাই। এমন কি তাঁহারা স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিতের ন্যায় বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দেখিলেন যে, কানাডার ইংরেজ যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন,—যখন দেখিলেন যে, তাঁহারা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া

কানাডায় একপ্রকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে—বহুরাজ্য জনপদ তাহাদের অধীনে আসিয়াছে—তখন সাম্রাজ্যলিপ্সু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হৃদয় এই অনাথ ঔপনিবেশিকদিগের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহারা তখন সাহায্যসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইলেন। অর্থ ও সৈন্যের ভিখারী কানাডার ইংরেজ সে দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। তারপরে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় শেষ হইয়া গেল—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তেমনি প্রভুত্বের আসনে বসিয়া রহিলেন, কানাডার ইংরেজ অধিবাসী যে ভিক্ষুকের বেশে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিল — সেই সজ্জাই তার বজায় থাকিল। ইহার কোনও ব্যতিক্রম দেখা গেল না। ধীরে ধীরে অসন্তোষের বহ্নি কানাডায় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কানাডার ইংরেজ তার প্রাপ্য বুঝিয়া চাহিলেন—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আবার ওদিকে কানাডা ইংলণ্ড হইতে এত সাহায্য পাইয়াও—তাহাতে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, ইংলণ্ডের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

ফরাসীরা কানাডার প্রভুত্ব ত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু এতদিন ধরিয়া বাস করাতে কানাডায় ফরাসী প্রভাব সহসা তিরোহিত হইল না। কানাডার অধিবাসীরা

ফরাসী আচার ব্যবহার পালন করিত—আদালতে ফরাসী আইনই অব্যাহত রহিল।

ইংলণ্ড কানাডা শাসন করিতেন এবং কানাডার এত অধিবাসীর মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে কানাডার একজন প্রতিনিধিও ছিল না। অথচ কানাডা হইতে রাজস্ব ঠিক নিয়মিত আসিতে লাগিল। এই ব্যাপার কানাডাবাসী ইংরেজের ভাল বোধ হইল না। তাহারা সকলেই জানে **No taxation without representation**; আমাদের দুঃখদৈন্যের কথা শোন, আমাদের প্রতিনিধির কথায় কাণ দাও—তবেই রাজস্ব দিব—সকলের মুখেই এক কথা। কানাডাবাসী দাবী করিলেন—ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আমাদিগের যথেষ্ট প্রতিনিধি রাখিতে হইবে। কিন্তু এই দাবী পূর্ণ হইল না।

চারিদিক হইতে অশান্তি আসিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে বিব্রত করিয়া ফেলিল। তাহারা দিগ্বিদিক বিবেচনা না করিয়া—চা'এয়ের উপর কর বসাইলেন। ইহাতে কানাডাবাসী একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। রাস্তায় রাস্তায় অশান্ত জনতা ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি করিতে লাগিল। অবশেষে বোষ্টন নগরের কতকগুলি অধিবাসী রাত্রিকালে অসভ্যদিগের পোষাকে সাজিয়া বন্দরস্থিত একখানি চা' পূর্ণ

জাহাজে আরোহণ করিয়া সমুদয় চা' সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল। পুলিশ ইহাদিগকে বাধা দিতে সক্ষম হইল না। এই ঘটনাটি ইতিহাসে বোষ্টন টি পার্টি নামে সুপরিচিত হইয়া আছে।

জনসাধারণের মধ্যে ফরাসী প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। ফরাসীরা দেশের রাজা না হইলেও—কানাডার ফরাসীর জনসাধারণের সংখ্যা বড় কম নহে। ইহাদের ভাবধারা ইংরেজের অনুরূপ নহে। ইহারাই জাতীয় দলের প্রধান নেতা ও পৃষ্ঠপোষক।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, কানাডায় যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইবে—তাহা কেবলমাত্র ইংলণ্ডকেই বিক্রয় করিতে হইবে—অন্য কোথাও বিক্রয় করা যাইবে না; তা' দ্রব্যের মূল্য যত কমবেশীই হউক না কেন। আবার মজা এই, ব্রিটিশ জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন জাতির জাহাজ কানাডার বন্দরে আসিতে পারিত না। ব্রিটিশ বণিকেরা সর্ব্বত্র সুবিধা সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। ইহাতে যে অন্যান্য জাতির বণিকেরা ও অন্যান্য জাতির ব্যবসায় ক্ষতি হইতে লাগিল তাহা নহে,—সবচেয়ে ক্ষতি হইতে লাগিল—কানাডার অধিবাসী ও বণিকদিগের। কিন্তু সংসারে মানুষের স্বভাবই এই—

যেখানে যত কঠিন নিয়ম—সেখানেই নিয়ম ভঙ্গের প্রচেষ্টা তত বেশী ও কৌশলময়। তাই, চারিদিকে ব্যবসায়ক্ষেত্রে ঘুষ ও পাপের কার্য্যগুলি বাড়িয়া চলিল। ব্রিটিশ গভর্ণর ইহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য নিযুক্ত করিলেন।

কানাডার চারিদিক হইতে বিখ্যাত কানাডাবাসী ইংরেজরা ইহা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অবশেষে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া ব্যবসায়ে বাধা বিপত্তি সব তুলিয়া দিলেন।

সে সময়ে কানাডায় অতিরিক্ত মাত্রায় ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করা হইত। ষ্ট্যাম্প ত সকল দেশেই ব্যবহৃত হয় কিন্তু তখনকার দিনে কানাডার মত এমন নহে। কোন একটা সামান্য চুক্তি করিতে হইলেও ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হইত। কানাডাবাসী ইহা দ্বারা ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা কহিল—পার্লামেণ্ট আমাদের প্রতিনিধি কেহ নাই—আমাদের সুখ দুঃখের কথা তোমাদের কাছে বলিবার কেহ নাই। সুতরাং তোমরা আমাদের কথা জান না—জানিতে চেষ্টা কর না। তাই, কোন হিসাবে তোমরা আমাদের কাছে রাজস্ব আদায় কর।" কানাডা-বাসী ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—হ্যালিফাক্স নগরে প্রথম কংগ্রেসের বৈঠক বসে কিন্তু সে কংগ্রেস তখন শিশু মাত্র। ক্রমশঃ কংগ্রেসের আয়তন ও দেশের লোকের উপর হইতে প্রভাব বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কংগ্রেস দেশের কাজ করিয়া সকলের সহানুভূতি লাভ করিল। ফিলাডেলফিয়া নগরে এক বৃহৎ অধিবেশন সংগঠিত হইল। এই স্থানে কংগ্রেস ইংলণ্ডের রাজার নিকটে তাহাদের দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগের সমস্ত কথা জানাইয়া দিলেন। রাজা দেশের রাজস্ব আদায় করেন অথচ প্রজার দুঃখ কষ্ট দেখেন না—এ কি রকম? সকলে ভাবিল, এই প্রার্থনা নিশ্চয়ই রাজা শুনিবেন। কিন্তু এই প্রার্থনা যে রাজার কাছে পৌছিয়াছে কিংবা পৌঁছিলেও ইহা যে তাহার মনে রহিয়াছে এমন বোধ হইল না। অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

তখন কানাডায় ও কানাডার দক্ষিণ ভাগে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আসল কানাডার মধ্যে তখন কানাডারাজ্য, নোভাস্কোসিয়া, নিউ ব্রানস ডিউক ইত্যাদি কয়েকটি প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কংগ্রেস এই সমস্ত প্রদেশে তাহাদের কাজ করিতে লাগিল। যাহাতে সমস্ত দেশে এক সময়ে একই দেশে একটা বৃহৎ

জাগরণের সৃষ্টি হয় তাহার চেষ্টা চলিতে লাগিল। যখন দেখা গেল যে রাজা তাহাদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না—অত্যাচার অবিচার তেমনি একভাবে চলিতে লাগিল, তখন চারিদিকে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশিত হইল। কথাছিল, কংগ্রেসের অধিবেশনের পর বিদ্রোহ উপস্থিত করা হইবে, কিন্তু দেশের অবস্থা অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইলে যে, নেতারা কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্রোহদিগের আয়োজন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধার্থীরা অতি যত্ন করিয়া যুদ্ধ শিখিয়া ফেলিল। ইহাদের শিক্ষা হইয়াছিল বড় সুন্দর—ইহাদের ন্যায় কর্ম্মকুশল ও কর্ম্মতৎপর সৈন্য তৎকালে খুব কম ছিল। তাই, ইহাদিগের নাম ছিল 'মিনিট মেন' অর্থাৎ নিমেষ মধ্যে ইহাদের কর্ত্তব্য ইহারা শেষ করিয়া ফেলিত। কংগ্রেস বুঝিতে পারিল, যে, যদি এখন বিদ্রোহ আরম্ভ না হয়, তবে কোনদিন জাহাজ বোঝাই করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পড়িবে—তাহাদের কোন আশাই সফল হইবে না।

সহসা চারিদিক হইতে বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিল!

জেনারেল গেজ ছিলেন গভর্ণমেণ্টের পক্ষের সেনাপতি, বিদ্রোহীরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া, রসদপত্র বন্ধ করিয়া নাকালের এক শেষ করিয়া ছাড়িয়া দিল। বিদ্রোহী সেনাপতি কর্ণেল এলেন টি্কোনাডা ও ক্রাউন পয়েণ্ট দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। সেণ্টজন মনট্রিল প্রভৃতি বড় বড় দুর্গ ও নগরগুলি বিদ্রোহী-নেতা মণ্টগোমারি আক্রমণ করিলেন। গভর্ণমেণ্টের প্রধান রাজপুরুষ সার গাই কার্লেটন এক স্থান হইতে আর এক স্থানে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে মণ্ট্রিলে যখন মণ্টো-গোমারির সৈন্য উপস্থিত হইল তিনি পলাইয়া কুইবেকে আশ্রয় লইলেন। তখন তাহার রসদপত্র প্রায় নাই বলিলেই হয়। তথাপি বহু চেষ্টা করিয়া অনেক সৈন্য যোগাড় করিয়া ফেলিলেন। দেশীয় সৈন্যও অনেক আসিয়া জুটিল। প্রায় ১৬ শত সৈন্য লইয়া সার এলেন বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অন্যতম বিদ্রোহী সেনাপতি আর্ণল্ড কুইবেকের সম্মুখ ভাগ ও মনণ্ট্রিল হইতে আগত মণ্টোগোমারি দুর্গের পশ্চাদভাগ অবরোধ করিয়া বসিলেন। সৈন্য সামন্ত দেখিয়া ইংরেজ গভর্ণর কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইলেন। গর্ব্বিত বিদ্রোহী সেনাপতি আর্ণল্ড বলিয়া পাঠাইলেন—

অনর্থক যুদ্ধ করিয়া কি হইবে—দুর্গের ভার আমাদের হাতে দিয়া দেশে ফিরিয়া যাও। ইহা শুনিয়া গভর্ণর ভীষণ রুষ্ট হইলেন—বলিয়া পাঠাইলেন—"মরিবার সাধ হইয়া থাকে—আক্রমণ কর।" যুদ্ধ চলিল—সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইয়া সার এলেন বিশেষ ফাঁপরে পড়িলেন। আর্ণল্ডের সৈন্যদল সর্ব্বপ্রথম নগরে প্রবেশ করিল। রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলিতে লাগিল। যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ আর্ণল্ড আহত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় পশ্চাদদিক হইতে সার এলেনের নির্দ্দেশমত স্থাপিত সৈন্যদল আর্ণল্ডের সৈন্যকে আক্রমণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীরা পশ্চাৎ ফিরিতে বাধ্য হইল।

ওদিকে মণ্টোগোমারী কোন গতিকে যুদ্ধ করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিলেন কিন্তু গুপ্তস্থান হইতে অসভ্যরা বাহির হইয়া তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া দিল। মণ্টোগোমারী যুদ্ধে মারা গেলেন। এইভাবে দুই দিকেই পরাস্ত হইয়া বিদ্রোহীরা কুইবেক নগর পরিত্যাগ করিল, কিন্তু তাহার আশেপাশে সৈন্য লুকাইয়া রাখিতে কসুর করিল না। অবিলম্বে বিদ্রোহীদিগের রসদপত্রও সাহায্য আসিয়া পড়িল কিন্তু ইহাদের সাহায্য আসিতে না আসিতে বহুতর জাহাজ বোঝাই করিয়া

ইংলণ্ড হইতে বিস্তর সৈন্য ও অস্ত্রপাতি আসিয়া পৌঁছিল। বিদ্রোহীদের সব আশা প্রায় শেষ হইল।

নূতন বলে বলীয়ান হইয়া গভর্ণর কার্লেটন বিদ্রোহী দিগকে আক্রমণ করিলেন। পদে পদে তাহারা হারিতে লাগিল। তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র কামান বন্দুক বিস্তর ধরা পড়িয়া গেল। একে একে বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে ফ্রিরিডার্স, মনট্রিল প্রভৃতি কাড়িয়া লওয়া হইল। অবশেষে বিদ্রোহীরা পিছাইয়া যাইয়া চ্যাম্পানি হ্রদের তীরে আশ্রয় লইল। এই স্থানে ইহাদের কয়েকখানা রণতরী ছিল। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে রণতরী ছিল না বলিলেই হয় কারণ, কানাডায় পর্য্যন্ত জলযুদ্ধের বিশেষ প্রয়োজন ঘটে নাই। রণতরীর যাহা প্রয়োজন হইত তাহা ইংলণ্ড হইতেই আনীত হইত। গভর্ণর কার্লেটন বিষম বিপদে পড়িলেন,—এমন ব্যাপার দাঁড়াইল যে, রণতরী নহিলে বিদ্রোহীদিগকে আশ্রয়স্থান হইতে দূর করা অসম্ভব। কার্লেটন বড়ই উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রণতরী গঠনে লাগিয়া গেলেন। দিনরাত্র কুইবেক ও বড় বড় বন্দরের কারখানায় জাহাজ গঠনকার্য্য চলিতে লাগিল। ছয়মাসের মধ্যে এক বিরাট রণতরী প্রস্তুত হইয়া গেল। এই রণসম্ভার লইয়া কার্লেটন

বিদ্রোহী দমন্ করিতে চলিলেন। বিদ্রোহীরা এই আয়োজনের সম্মুখে কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিল না। রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। যাইবার সময় ক্রাউনপয়েন্ট নামক স্থানে আগুন ধরাইয়া দিয়া যাইতে ভুল করিল না। কালে টন সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করিলেন।

কিন্তু বিদ্রোহের বিষ শেষ হইল না। আবার বৎসর-কাল পরে তাহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এখানে সেখানে পুনরায় গভর্ণমেন্টের সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে তাহাদিগের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করা হইল। উদ্দেশ্য, বিদ্রোহী দিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে দেশের দুই ভাগে দুই দলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া। যদি তাহাদিকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় তবে তাহারা সহজেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কিন্তু এইরূপ উদ্দেশ্য সেনাপতির মনে মনেই রহিল। কার্য্যে কিছুই হইল না। বিদ্রোহীরা ক্রমাগত খণ্ডযুদ্ধে তাহাদের পরাস্ত করিতে লাগিল। সম্মুখ যুদ্ধে বিদ্রোহীরা কিছুতেই দেখা দিল না। ইতিমধ্যে নানাপ্রকার রোগ আসিয়া গভর্ণমেন্টের সৈন্যদলে বিস্তার লাভ করিল। বাধ্য হইয়া ইংরেজ সেনাপতি সারাটোগা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু তাহাতেও কি শেষ হয়। বিদ্রোহী সেনাপতি জেনারেল গেট সেখানে তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া ইংরেজ সেনাপতি তাহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

কানাডায় ফরাসী রাজত্ব শেষ হইলেও ইউরোপে বসিয়া ফ্রান্স সর্ব্বসময়ের জন্য লোলুপ দৃষ্টিতে ইহার দিকে চাহিয়াছিল। অবশেষে যখন বিদ্রোহীরা ক্রমাগত জয়লাভ করিতে লাগিল—ফরাসী সুযোগ বুঝিয়া ইহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বিদ্রোহী পক্ষে যোগদান করিল। আবার অনেকের মত এই যে, গণতন্ত্রবাদী ফরাসী গণতন্ত্রপ্রয়াসী আমেরিকানদিগকে শুধু স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া সাহায্য করেন নাই—জগতে গণতন্ত্রের প্রচারই ইহার মুখ্য কারণ। যাহা হউক, ফরাসীদিগের সাহায্য লাভ করিয়া বিদ্রোহীরা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ফরাসী ও বিদ্রোহী সৈন্য নিউইয়র্ক নগর আক্রমণ করিল। জেনারেল কর্ণওয়ালিস এই সময়ে চার্লস্টন নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। যখন শুনিতে পাইলেন নিউইয়র্ক বিদ্রোহ হস্তে বিপদগ্রস্ত হইয়াছে তখন আর তিনি সেখানে যাইতে পারিলেন না। নিউইয়র্কের অনতিদূরে

সমুদ্রতীরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দূরে সমুদ্রে জাহাজের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল — কর্ণওয়ালিস ভাবিলেন—ইংলণ্ড হইতে সাহায্য আসিতেছে সুতরাং অপেক্ষা করাই ভাল। কিন্তু জাহাজ যখন নিকটে আসিল দেখা গেল ইহা ফরাসী সৈন্য বোঝাই ফরাসী জাহাজ। জলে ও স্থলে এই দুই সৈন্যের আক্রমণে কর্ণওয়ালিস বিষম বিপদে পড়িলেন—আবার ওদিকে পলাইবারও উপায় নাই। তিনি সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। চারিদিকে বিদ্রোহীদের জয়জয়কার পড়িয়া গেল। এই সময়ে ইউরোপেও ইংরেজ ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া-গিয়াছিল। হল্যাণ্ড ও স্পেন ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। এইরূপেও কানাডার নানাস্থানে বিপদগ্রস্ত হইয়া ইংরেজ অবশেষে সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি দ্বারায় ইংরেজ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। এতদিন যাহারা বিদ্রোহী বলিয়া :বিবেচিত হইত এখন তাহারা একটা বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইল। আমেরিকার দক্ষিণভাগে ইহাদের নূতন রাজ্য—যুক্তরাজ্য নামে অভিহিত হইল। উত্তর ভাগ কানাডা নামে ইংরেজের খাসদখলে রহিল। যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন খণ্ডরাজ্য-গুলি একত্রিত হইয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল। যুক্ত-

রাজ্যের বিজয়ে ফরাসীজাতি খুসী হইয়াছিল। যদিও ইহাতে সে কিছুই লাভ করিতে পারে নাই—তথাপি জগতে যে গণতন্ত্রের প্রচার ঘটিল—ইহাই ছিল ফরাসীর পরম লাভ। ফরাসী প্রজারা যুক্তরাজ্যকে একটি বিরাট পিতলের স্বাধীনতার মূর্ত্তি উপহার দিলেন। উহা জগতের একটি অন্যতম আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয়। নিউইয়র্কের অনতিদূরে সমুদ্র উপকূলে এই মূর্ত্তিটি রক্ষিত আছে।

যুদ্ধে হারিয়া বাধ্য হইয়া ইংলণ্ড যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। গণতন্ত্রবাদীরা সে সময়ে একস্থলে সীমাবদ্ধ ভাবে বাস করিত না—আমেরিকার সমস্ত গণতন্ত্রবাদী যুক্তরাজ্যে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড ইহাদের সহিত সদব্যবহার করিলেন—"সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়।" কিন্তু ইংলণ্ডের পরম বন্ধু, এই যুদ্ধের প্রধান সহায়কারী কানাডার রাজভক্ত ইংরেজ প্রজাকে ইংলণ্ড যুদ্ধশেষে ভুলিয়া গেলেন। তাহাদের দ্বারা যে এত উপকার পাইয়াছেন, তাহা মনে রহিল না। এই লক্ষ লক্ষ রাজভক্ত প্রজা নহিলে যে সমগ্র আমেরিকা ভূখণ্ড স্বাধীন হইয়া যাইত—ইংলণ্ডের রাজার যে আমেরিকায় যাইয়া দাঁড়াইবার স্থান রহিত না—ইংরেজ ইহাদিগকেই অবহেলা করিলেন।

আমেরিকার যে প্রদেশ যুক্তরাজ্য নামে অভিহিত হইল, সেই খণ্ড প্রদেশে বহুতর রাজভক্ত প্রজা বসবাস করিত। তাহারা গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া নিজের দেশবাসী বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, কত কষ্ট কত দুঃখ এই যুদ্ধে তাহারা সহ্য করিয়াছে,—অথচ পুরস্কাররূপে তাহারা পাইল—বিস্মৃতি। আর কিছু নয়। এই সমস্ত রাজভক্ত প্রজারা যুক্তরাজ্য ত্যাগ করিয়া কানাডায় আগমন করিল—তাহারা বিদ্রোহীদিগের রাজ্যে বাস করিবে না। কোটী কোটী প্রজা স্বেচ্ছায় গৃহহীন অর্থ-হীন হইয়া প্রাণের আবেগে আসিয়া কানাডায় বসতি করিতে লাগিল। কানাডায় তখনো মনুষ্যের আবাসযোগ্য বহুস্থান শূন্য পড়িয়া ছিল। ইহারা যাইয়া বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ঘরবাড়ী গ্রাম নগর স্থাপিত করিতে লাগিল। কানাডা গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে সাহায্য মাত্র করিলেন না। ইহা কি কম দুঃখ! যার জন্য এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করা সেইই কিছু বুঝিল না। এই সময়ে কানাডা-বাসীরা সর্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। নিজের উদ্যমে যে জগতে বড় হওয়া যায়—ইহারা তাহাই জগতকে দেখাইয়া দিলেন। কানাডায় তখন বড় বড় রাজনৈতিকের অভাব ছিল না। চারিদিকে ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি

সাধিত হইয়াছিল। বিদ্যাচর্চ্চায়ও যথেষ্ট ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল। যাহা হউক, কানাডাবাসীরা সে সময়ে জগতের যে কোন জাতির ন্যায় সমান আসনে বসিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত কিন্তু ইংরেজ ইহাদিগকে চাপিয়া রাখিতে চাহিলেন—ইহাদের সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করিতে সাহস করিলেন না।

দশম অধ্যায়।

—ঃ():—

গভর্ণমেণ্টের দোষে ধীরে ধীরে গভর্ণমেণ্টেরই অনুরক্ত প্রজার মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এই কথা উঠিলে—'তানানানা' করিয়া কানাডার কথা ধামাচাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু শত অনুরক্ত হইলেই কি হয়। যদি ভালবাসিয়া ভালবাসা না পাওয়া যায় তবে মনে কম দুঃখ হয় না। ইংলণ্ডের এই রাজভক্ত প্রজারা অবশেষে চারিদিকে আন্দোলন সুরু করিয়া দিলেন। নোভাস্কোসিয়া, নিউব্রানসউইক প্রভৃতি স্থানেও ইহা আরম্ভ হইয়া গেল।

সে সময়ে যিনি কানাডায় গভর্ণর জেনারেল ছিলেন—তিনি ছিলেন বড়ই চতুর লোক। তিনি দেখিলেন যে, যদি এই অসন্তোষের আগুণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তবে কানাডায় যে দ্বিতীয় যুক্তরাজ্যের সৃষ্টি হইবে না, কিম্বা কানাডা যে যুক্তরাজ্যের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে না—তাহা কে বলিতে পারে? তিনি বারবার

পার্লামেণ্টে জানাইলেন কিন্তু তাহার কথা পার্লামেণ্টের কানে পৌঁছিল না। অবশেষে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়াই তিনি কানাডাবাসীদের প্রতি অর্থ দান এবং উৎসাহ ও সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। তাহাদের বিদ্যায়তন, বাণিজ্য, স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতখানি কানাডার প্রয়োজন—তত অর্থ তিনি চেষ্টা করিয়াও যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এই সময়ে অর্থের অভাবে খাদ্যের অভাবে কানাডায় দুর্ভিক্ষ জাগিয়া উঠিল। কানাডার গভর্ণমেণ্ট মনে মনে ভীত হইয়া উঠিলেন। তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 'হোম' গভর্ণমেণ্টের মোটেই চৈতন্য হইল না। কানাডাবাসীরাও এই ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা নিজেদের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। খাল কাটিয়া, অর্থ ব্যয় করিয়া অন্যান্য দেশ হইতে খাদ্য আনাইয়া ক্ষুধার্ত্তের অন্নের আয়োজন করা হইল। এইরূপে প্রজার ও গভর্ণমেণ্টের সমবেত চেষ্টায় অচিরে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেশ হইতে সরিয়া গেল।

কানাডার সুযোগ্য গভর্ণরজেনারেল স্যার কার্লটন এই সময়ে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। তার পরিবর্ত্তে যিনি আসিলেন—তার স্বভাবটি ছিল বড় রূঢ়। তার দুর্ব্যবহারে চারিদিকে অশান্তি জ্বলিয়া উঠিল। কানাডার বড় বড় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের সহিত তিনি বড়ই খারাপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে, পূর্ব্বেও বলিয়াছি, কানাডায় প্রতিনিধি-মূলক গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা ছিল না। কানাডাবাসী এইরূপ শাসনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। গভর্ণরজেনারেল তাহাদের কথায় মোটে কর্ণপাত করিলেন না। উপরন্তু, নিজের ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ফরাসীরা কানাডার দক্ষিণভাগে তখনও বাস করিত এ কথা পাঠক হয়ত জানেন। ফরাসীরা কানাডায় বাস করিয়া কানাডাবাসী ইংরেজের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন। তাহারা গত যুদ্ধে প্রাণপণে ইংরেজের সাহায্য করিয়া আসিয়াছিলেন। (কিন্তু ইউরোপের ফরাসী ইংরেজের বিপক্ষে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল) গণতন্ত্রবাদী এই কানাডাবাসী ফরাসীরা এই নূতন আন্দোলনে কানাডা-বাসী ইংরেজের সহিত যোগদান করিলেন। তাহারা সমস্বরে জানাইলেন—"আমাদের প্রতিনিধিমূলক গভর্ণমেণ্ট

দিতে হইবেক। আমাদিগকে আমাদিগের জন্মগত অধিকার কেন দেওয়া হইবে না? জগতের সকলেই যাহা পায় আমরাই বা তাহা পাইব না কেন?"

কানাডা গভর্ণমেণ্টে এই সময়ে কানাডাবাসী ব্যতীত খাস ইংলণ্ড হইতে কর্ম্মচারীই বেশী আনীত হইত। সুতরাং কানাডার এই প্রার্থনায় গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিলেন না। চারিদিকে অশান্তি বৃদ্ধি পাইল।

এই সময়ে কানাডার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সার কালটন ইংলণ্ডে লর্ড ওরচেষ্টার উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি কানাডার গভর্ণমেণ্টের জন্ম যে অমূল্য কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট তাঁহাকে এই পুরস্কার প্রদান করিলেন। কানাডার সে সকল কথা এই সময়ে ইংলণ্ডে পৌছিল। পার্লামেণ্ট পুনরায় লর্ড ওরচেষ্টারকে কানাডায় গভর্ণর জেনারেল নামে অভিষিক্ত করিয়া পাঠাইলেন। রাজা প্রজা সকলেই ভাবিল, এইবার হয়ত শান্তি আসিবে।

লর্ড ওরচেষ্টার কানাডায় আগমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের যে সমস্ত অভি-

যোগ ছিল, তাহা তিনি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া তাহা অপনোদন করিতে লাগিলেন। জুরীর বিচার দেশে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইল। প্রতিনিধিমূলক শাসনের প্রবর্ত্তন আবার করা হইল। সকলেই কিন্তু খুসী হইল। লর্ড ওরচেষ্টার অতঃপর এই সব ব্যাপার পার্লামেণ্টের গোচর করিলেন ও এই অশান্তি দমনের জন্য তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহাও জ্ঞাত করাইলেন। পার্লামেণ্ট লর্ড ওরচেষ্টারের কার্য্যের সমর্থন করিলেন।

অতঃপর গভর্ণর জেনারেল কানাডাকে দুই ভাগে ভাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি দেখিলেন কানাডার দক্ষিণ ভাগে ফরাসী-প্রজা সাধারণতঃ বেশী, আবার কানাডার উত্তর ভাগে ইংরেজ-প্রজা বেশী। আর এই দুই ভাগের বিভিন্ন প্রজার বিভিন্ন মত, বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা। উভয় স্থানের প্রজাদিগের মনোমত শাসন, আইন প্রণয়ণ করিয়া প্রত্যেকের মনজয় করিতে হইলে দুইটি শাসন না হইলে চলিবে না। সকলের মনস্তুষ্টি এক গভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়া হয় না। উত্তর কানাডা যাহা ভালবাসে—দক্ষিণ কানাডা তাহা চাহে না, আবার ও যাহা ঘৃণা করে, এ আবার তাহাই আদর করিয়া লয়। তাই লর্ড ওরচেষ্টার এই বিষয় ব্রিটিশ

পার্লামেণ্টের নিকটে জানাইলেন। কিন্তু দক্ষিণ কানাডার ইংরেজ অধিবাসীরা বিষম আপত্তি তুলিল। তাহারা ফরাসীদিগের হইতে সংখ্যায় অল্প—সুতরাং যদি বিভাগ করা হয় তবে সংখ্যাধিক্যপ্রযুক্ত ফরাসীদিগের প্রতিপত্তিই যে বাড়িয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু দক্ষিণ কানাডার ফরাসীদিগের ইহাতে আপত্তি ছিল না—তাহারা বরং যাহাতে বিভাগ হইয়া যায় তাহাই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। ফরাসীরা গত যুদ্ধে ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া পার্লমেণ্টের অশেষ বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। তাই, পার্লমেণ্ট যখন জানিতে পরিলেন যে, এই বিভাগে ফরাসীদিগের কোন আপত্তি নাই তখন—পার্লামেণ্টেরও আর কোন আপত্তি রহিল না। ফরাসীদিগের আপত্তি না থাকার আরও একটা কারণ ছিল, মনে মনে কোনও ফরাসী ইংরেজদিগের আইন অনুসারে চলিতে ভালবাসিত না। তাই যদি কোন রকমে বিভাগ হইয়া যায়—তবে তাহাদের দশে যে ফরাসী আইনই বলবৎ রহিবে তাহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। অবশেষে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া গেল।

কানাডা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। উত্তর ও

দক্ষিণ কানাডার দুইটী গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইল। উভয় গভর্ণমেণ্টে পৃথক পৃথক গভর্ণর, ব্যবস্থাপক সভা, কার্য্যকরী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। কুইবেক নগরে গভর্ণর-জেনারেলের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। গভর্ণর জেনারেল সকলের চেয়ে বড় রাজকর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিলেন। প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি বাছাই করিয়া লওয়া হইতে লাগিল।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ঘোষণা করিলেন, "এইরূপ বিভাগ কিছু চিরদিন রহিবে না। ইহা একটা পরীক্ষা করা হইতেছে মাত্র। যদি ইহার ফল ভাল না হয় তবে অচিরে পুরাতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।"

যাহা হউক, কিছুকাল এইভাবে গত হইলে, দক্ষিণ কানাডার গভর্ণমেণ্টে—ব্যবস্থাপক ও কার্য্যকরী সভার মধ্যে গোলমাল বাধিয়া গেল। গভর্ণর কার্য্যকারী সভার পক্ষ লইলেন। ব্যবস্থাপক সভার হাতে রাজস্বের ও শাসনের সামান্য মাত্র ক্ষমতা ছিল। সকল ক্ষমতা বলিতে গেলে গভর্ণর ও কার্য্যকরী সভারই ছিল। এই ব্যবস্থাপক সভা অতিরিক্ত ক্ষমতা চাহিয়া বসিল। কিন্তু অপর পক্ষ তাহা দিবে কিসের জন্য? অন্যান্য নানাপ্রকার ঘটনা লইয়া গোলমাল আরও পাকাইয়া উঠিল। দক্ষিণ

কানাডার দেখাদেখি উত্তর কানাডাতেও গোলমাল আরম্ভ হইয়া গেল। সে সময়ে সার জেমস ক্রেগ ছিলেন গভর্ণর জেনারেল। তাঁহার সাধ্য হইল না এই গোলমাল থামাইয়া দিতে। তিনি পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। তাঁর শূন্যপদে সার জর্জ্জ প্রেভোষ্ট গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি বড়ই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সদব্যবহারে সকলেই খুসী হইল। সার জেমস ফরাসীদিগের প্রতি বড়ই খারাপ ব্যবহার করিতেন। তিনি ফরাসীদিগকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু সার জর্জ্জ কানাডায় আসিয়াই সর্ব্বপ্রথমে ফরাসীদিগের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, সত্যই তাহাদিগের প্রতি যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার দেখানো হইয়াছে। তিনি তার পূর্ব্ববর্ত্তীর সর্ব্বদোষ সংশোধন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য কানাডা অধিকার করিবার জন্য তূর্য্যধ্বনি করিলেন। ইহা শুনিয়া কলহমান কানাডার প্রজাবৃন্দ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

একাদশ অধ্যায়

—:•:—

যৌবনের গর্ব্বে পূর্ণ ভাদ্রের নদী দুকূল ছাপিয়া চলিয়া যায়। সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও হইয়াছিল তাই। নবীন শক্তি, নবীন উদ্যম—নবপ্রতিষ্ঠিত যুক্তরাজ্য আপনার শক্তি আর কানাডাতে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার রাজ্যপ্রসারের স্পৃহা বর্দ্ধিত হইল। যুক্তরাজ্য যখন দেখিতে পাইল, সকল দেশের রাজাই দেশ দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে তখন তাহারাই বা করিবে না কেন? তারপরে যুক্তরাজ্য যখন দেখিতে পাইল যে, কানাডা ঘরোয়া বিবাদে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছে তখন মুচকি হাসিয়া যুক্তরাজ্য সৈন্য সজ্জা করিতে লাগিল! ভাবটা এই যে, তিন তুড়িতে কানাডা দখল করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু কাজটা যুক্তরাজ্য যত সহজ মনে করিয়াছিল—তত সহজ নহে। যখন যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল—কানাডা গভর্ণমেণ্ট সমস্ত বিবাদ বিষম্বাদ তখনি শেষ

করিয়া ফেলিলেন। যত বিবাদ মনান্তর ছিল সব তখন চাপা পড়িয়া থাকিল। সমস্ত কানাডা এই বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া জ্ঞান করিল। চারিদিকে যুদ্ধের সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। অচিরে দক্ষিণ ও উত্তর কানাডা মিলিত হইয়া সমর বৈঠকে সমরায়োজন করিয়া ফেলিল। চারিদিক হইতে টাকা সৈন্য আসিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কানাডা যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উঠিল।

এই সময়ে ইউরোপে মহাবীর নেপোলিয়নের আবির্ভাব ঘটে। ইউরোপের রণক্ষেত্রে ইংরেজ নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং কানাডার দিকে চাহিতে তাহার মোটেই অবসর ছিল না। যুক্তরাজ্যও এই ঘটনাকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূল বলিয়া বিবেচনা করিল।

সমস্ত বিদ্বেষ ভুলিয়া কানাডা যুক্তরাজ্যের সম্মুখীন হইতে ভলান্টিয়ার, অর্থ ও সৈন্য আয়োজন করিয়া ফেলিল। ইংরেজের পুরাতন বন্ধু মোহাক ইরোকুইস প্রভৃতি আমেরিকানরা ইংরেজপক্ষে যোগদান করিল। জেনারেল ব্রক কানাডার এই বিরাট বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। জেনারেল ব্রক সত্যই

কর্ম্মঠ ও বুদ্ধিমান সেনাপতি ছিলেন। প্রথমতঃ যুক্ত-রাজ্যের সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া কানাডারাজ্যে প্রবেশ করিল। জেনারেল ব্রুক অশেষ ব্যুৎপত্তির সহিত তিন স্থানেই যুক্তরাজ্যে সৈন্যকে বাধা প্রদান করিলেন। নানাস্থানে যুদ্ধ চলিতে লাগিল,—কানাডা প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই জয়ী হইতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ একটা ছোট যুদ্ধে জেনারেল ব্রুক আহত হইলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর পদে জেনারেল সিফ প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। তিনি যুক্তরাজ্যকে কুইসটন নামক স্থানে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধ ১৮১২ সালে সংঘটিত হয়। এই বৎসর এই পর্য্যন্তই যুদ্ধ হইয়া স্থগিত হয়। পুনরায় পর বৎসর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়—ছোট খাট জয়পরাজয়ের পর এই যুদ্ধেরও অবসান ঘটে। কিন্তু ১৮১৪ সালে যখন পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে—তখন ইংলণ্ড হইতে সাহায্য আসিয়া পড়িয়াছে। লা কলি নামক স্থানের যুদ্ধে কানাডা জয়ী হইল। কিন্তু চিপেওয়াতে যুক্তরাজ্য ভীষণ ভাবে সিফের সৈন্যকে পরাজিত করিয়া দিল। অবশেষে মাস দুই পরে পুনরায় নিউ অর্লিন্স নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধই কানাডার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে।

কানাডা জয়ী হইয়া যুক্তরাজ্যের সৈন্যকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল।

সন্ধি সংস্থাপিত হইল। যুক্তরাজ্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইল। ক্ষতি অবশ্য কানাডারই বেশী হইয়াছিল—কারণ যদিও বিজয়লক্ষ্মী তাহাদিগকেই বিজয়মুকুট পরাইয়া দিয়াছিল—তথাপি যুদ্ধ হইয়াছিল কানাডার দেশে। সুতরাং যত ক্ষতি হইয়াছিল কানাডার প্রজা-দিগের। যুক্তরাজ্য সমস্ত ক্ষতি বহন করিয়াছিল। পরের জিনিষের লোভ করিবার এই কি পরিণাম?

যুদ্ধের পর দক্ষিণ ও উত্তর কানাডা মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু গোল লাগিল একটা বিষয় লইয়া; প্রত্যেকভাগেরই কাউন্সিল আছে, গভর্ণর আছে, মন্ত্রী আছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠিল মিলিত হইলে কোন্ পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইবে। যখন নানা বাকবিতণ্ডাতেও কোন মীমাংসাই স্থিরকৃত হইল না তখন দুই পক্ষের দুই মন্ত্রীর নেতৃত্বেই কাজ চলিতে লাগিল।

কিন্তু এ রকম এক হইয়াও দূরে দূরে থাকায়—কাহারই শান্তি হইল না। সকলেই একটা স্থায়ী শান্তির আশায় লালায়িত হইয়া উঠিল। অবশেষে কুইবেক নগরে বিরাট জাতীয় সভা অনুষ্ঠিত হইল। তাহাতে

বহুতর প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই সমস্ত প্রস্তাব অনুসারে উচ্চ ও নিম্ন কানাডা একত্রিত হইল ও ব্রিটিশ-পার্লমেন্ট এই যুক্ত কানাডাকে ডোমিনিয়ন অধিকার প্রদান করিলেন। রাজ্যের সকল প্রজা এই সকল সর্ত্তে বড়ই খুসী হইল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকান আইন (British North American Act) পার্লামেণ্টে পার্শ হইয়া গেল। কানাডায় আনন্দের স্রোত বহিল। ব্রিটিশসাম্রাজ্যের আয়ত্বাধীনে থাকিয়াও কানাডার অধিবাসী স্বাধীনভাবে কানাডা শাসন করিতে লাগিলেন।

ইহাতে কানাডারও যেমন উপকার হইয়াছিল ইংলণ্ডেরও অল্প উপকার দর্শে নাই। কানাডা ইংলণ্ডের একখানি বাহুবিশেষ। বিগত যুদ্ধে কানাডা অর্থ, সৈন্য, যুদ্ধোপকরণ দিয়া ইংলণ্ডকে যতটা সাহায্য করিয়াছে এমন আর কেহ করে নাই।

কানাডার শাসন বর্ত্তমানে প্রধানতঃ কানাডার পার্লামেণ্টের দ্বারাই সাধিত হয়। অবশ্য কানাডার প্রধান রাজপুরুষ (Governor General) ইংলণ্ড হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আসেন। তিনি সামরিকবিভাগ, শাসনবিভাগ এমন কি বিচার বিভাগের কর্ত্তৃত্ব করেন।

আমাদের দেশের মত সেখানকার শাসনকর্ত্তার শাসনকাল ঠিক পাঁচ বৎসর। শাসনকর্ত্তার পরেই ক্যাবিনেট—ইহা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রাদিগকে লইয়া গঠিত। তারপরে সিনেট, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাউস অব লর্ডসের স্থায়। ইহার সভ্যরা চিরজীবন সিনেটের সভ্য হইয়া থাকিতে পারেন। সিনেটের নীচে হাউস অব কমন্স। ঠিক ইংলণ্ডেরই মত। যার অর্থিক আয় কম এমন লোককে কানাড়ার গভর্ণমেণ্টের সিনেটে কিংবা হাউস অব কমন্সে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

কানাডা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সেই ক্ষুদ্র 'যে ফ্লাওয়ারে' চড়িয়া প্রথম যেদিন ইংরেজ-ঔপনিবেশিকেরা শীতে ক্ষুধায় রোগে কাঁপিতে কাঁপিতে কানাডায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—তখন কে ভাবিয়াছিল—যে এই কষ্টসহিষ্ণু পরিশ্রমশীল জাতিই একদিন এদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাই নিয়তির বিচিত্র লীলা।